ইউনিট-৩

মাধ্যমিক স্তরের টেক্সটাইল শিক্ষাক্রম

অধিবেশন-১ : মাধ্যমিক স্তরের টেক্সটাইল শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু

অধিবেশন-২ : মাধ্যমিক স্তরের টেক্সটাইল শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

অধিবেশন-৩ : মাধ্যমিক স্তরের টেক্সটাইল শিক্ষাক্রমের শিখনফল ও পাঠ পরিসর

অধিবেশন-৪ : পাঠ্যক্রম উন্নয়নে সাধারণ নীতিগুলির প্রয়োগ ও জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ আলোকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োগ

মাধ্যমিক স্তরের টেক্সটাইল শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু

ভূমিকা

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আজ দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করা সময়ে সর্বোচ্চ দাবী। দক্ষতাই সম্পদ, তাই দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে প্রয়োজন আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। মানুষের মৌলিক চাহিদার দ্বিতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ উপদান হচ্ছে বস্ত্র বা পোশাক। আধুনিক পোশাক শিল্প বিকাশের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের এক কার্যকর মাধ্যম টেক্সটাইল শিক্ষণ। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এসডিজির লক্ষ্য অর্জন করার লক্ষ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাক্রমে 'টেক্সটাইল শিক্ষণ' এর বিভিন্ন বিষয় এসএসসি ভোকেশনাল শিক্ষাক্রমে ১৯৯৫ সালে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এই বিষয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে টেক্সটাইল বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ তৈরি করা, দক্ষতার বিকাশ এবং পরবর্তীতে উচ্চশিক্ষা লাভের ভিত নির্মাণের মাধ্যমে দক্ষ ও উৎপাদনশীল জনসম্পদ সৃষ্টি করা। যার মাধ্যমে আমাদের দেশ দ্রুত একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়ে উঠতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি...

- টেক্সটাইল শিক্ষণ শিক্ষাক্রম উল্লেখ করতে পারবেন;
- মাধ্যমিক স্তরের টেক্সটাইল শিক্ষাক্রমের পরিমার্জিত সিলেবাসের পাঠ্যসূচি ও এর বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন;
- কারিগরি শিক্ষা আইন, ২০১৮ বর্ণনা করতে পারবেন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ:

- চার্ট, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন;
- ড্রেস মেকিং, উইভিং, নিটিং এবং ডাইং প্রিন্টিং ও ফিনিশিং এর বোর্ড বই;
- পাঠ পরিকল্পনা;
- ওয়েব সাইটের ঠিকানা সংগ্রহ যেমন- www.bteb.gov.bd, www.nctb.gov.bd

পর্ব-ক: টেক্সটাইল শিক্ষণ শিক্ষাক্রমের ভূমিকা

বর্তমান প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থায় বর্তমান যুগের দেশ ও বিদেশের চাহিদাকে সামনে রেখে টেক্সটাইল শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। শিক্ষাক্রম হলো শিক্ষার অনুক্রম। ব্যাপক ভাবে বলতে গেলে বিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত সকল শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ার সমষ্টি। যা শিক্ষার্থীরা একক অথবা দলগতভাবে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে অথবা বাহিরে বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে শিখে থাকে। বিদ্যালয়ের একটি শ্রেণিতে যেকোন বিষয়ের শ্রেণি উপযোগীতা অনুসারে কতটুকু পড়াতে হবে এবং পাঠ্যপুস্তক ও পাঠে কী ধরনের উপকরণ ব্যবহার করা হবে তা শিক্ষাক্রমে উল্লেখ থাকে। যেহেতু টেক্সটাইল শিক্ষণ একটি বাস্তবমূখী কার্যক্রম যা টেক্সটাইল সামগ্রী তৈরিতে সরাসরি সম্পৃক্ত। তাই ব্যবহারিক কার্যক্রম অধিক পরিমাণে সম্পৃক্ত।

পর্ব-খ: পেশা ও কর্মক্ষেত্র হিসেবে টেক্সটাইল প্রযুক্তির চাহিদা নিরূপণ

টেক্সটাইল শিক্ষণ বিদ্যায় দক্ষতা অর্জন করতে পারলে টেক্সটাইল প্রযুক্তিবিদ হিসেবে বা ফ্যাশন ডিজাইনার হিসেবে কর্মক্ষেত্রে প্রচুর চাহিদা রয়েছে। শুধু মাত্র পোশাক শিল্পে দক্ষ কর্মীর অভাবে প্রচুর অর্ডার বিদেশে হাতে চলে যাচ্ছে। এছাড়া

আমাদের দেশে ডিজাইনার ও দক্ষ প্রযুক্তিবদের ঘটতি মেটাতে ভারত, শ্রীলংকা, পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশ থেকে নিয়ে আসতে হয়। যার ফলে মোটা অংকের অর্থ বিদেশে চলে যাচ্ছে। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় টেক্সটাইল সেক্টরগুলোর উপযোগী শিক্ষাক্রমকে ঢেলে সাজিয়ে দক্ষ করে মানব সম্পদ গড়ে তুলতে পারলে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি করা সম্ভব। টেক্সটাইল এমন একটি সেক্টর যার চাহিদা কখনো কমবে না বরং যুগের চাহিদার সাথে সাথে বাড়ছে। পোশাক শিল্পের বড় উৎপাদককারী দেশ চীন এখন শ্রমিকদের উচ্চ হারে বেতন ভাতা দিতে গিয়ে এই শিল্পকে তারা যখন সংকোচন করছেন তখন সে বাজার দখল করে নিচ্ছে বাংলাদেশ ও ভিয়েতনাম। আমাদের শ্রমবাজারকে কাজে লাগতে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ প্রযুক্তিবিদ তৈরি করতে হবে। আর এই কাজটি তখনি সম্ভব হবে যখন আমাদের টেক্সটাইল শিক্ষাক্রমকে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের করে গড়ে তুলতে পারবো।

টেক্সটাইল সেক্টরের কোন কোন জায়গায় টেক্সটাইল প্রযুক্তিবিদ এর চাহিদা রয়েছে তার একটি তালিকা তৈরি করুন-

ক্রম নং	কর্মক্ষেত্র	শিল্প বিভাগ
০১	দক্ষ আপারেটর	পোশাক শিল্পের সুইং সেকশন
০২	কাটিং মাস্টার	পোশাক শিল্পের কাটিং সেকশন
০৩	ফ্যাশন ডিজাইনার	ফ্যাশন হাউজ
০৫	টেকনেশিয়ান	টেক্সটাইল মেশিনারিজ
০৬	মেশিন মেকানিক	--
০৭	আয়রনম্যান	--
০৮	প্যাটার্ন ডিজাইনার	--
০৯	মার্কার মেকার	--
১০	এমব্রয়ডারি ডিজাইনার ও অপারেটর	

ছক তালিকা: ৩.১.১ (টেক্সটাইল সেক্টরে কর্মক্ষেত্র ও শিল্প বিভাগের তালিকা)

পর্ব-গ: ট্রেড বিষয়ের পরিমার্জিত সিলেবাসের বৈশিষ্ট্য

ট্রেড বিষয়ের পরিমার্জিত এ সিলেবাসের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ উল্লেখ করা হলো-

১. ট্রেড বিষয়কে দুটি বিষয়ে ভাগ করে ট্রেড-১ (১ম ও ২য় পত্র) এবং ট্রেড-২ (১ম ও ২য় পত্র) করা হয়েছে;
২. শিক্ষাক্রমে ৩১ টি ট্রেড অন্তর্ভূক্ত আছে;
৩. কয়েকটি ট্রেডের নামকরণ বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে করা হয়েছে;
৪. চাকরির বাজারের চাহিদা বিবেচনায় আনা হয়;
৫. প্রযুক্তিগত পরিবর্তনশীলতার নিরিখে ট্রেড বিষয়সমূহের সিলেবাসকে যুগোপযোগী করা হয়েছে;
৬. পরিমার্জিত সিলেবাসে বিষয়বস্তু এমনভাবে রাখা হয়েছে যাতে করে কোন শিক্ষার্থী এসএসসি(ভোকেশনাল) পাস না করলেও শুধু নবম শ্রেণির ট্রেড বিষয় পাস করলে জাতীয় দক্ষতা মান-৩ অর্জন করবে;
৭. এবং দশম শ্রেণির ট্রেড বিষয় পাস করলে জাতীয় দক্ষতা মান-২ অর্জন করবে;
৮. শিক্ষার্থীদের জীবন দক্ষতা উন্নয়নের (Life Skill Development) জন্য ট্রেড বিষয়ের ব্যবহারিক অংশে Communicative English অন্তর্ভূক্ত করা হয়;
৯. ব্যক্তিত্বের বিকাশ, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, স্বাস্থ্য সচেতনতা, নিরাপত্তা, পরিবেশ সচেতনতা ইত্যাদি বিষয়বস্তু অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে;
১০. তাত্ত্বিক বিষয়ের ৪০% এবং ব্যবহারি বিষয়ে ৬০% মূল্যায়নের বিধান রাখা হয়েছে;

বৈশিষ্ট্যগুলো পড়ুন এবং টেক্সটাইল প্রযুক্তি শিক্ষায় কতটুকু অবদান রাখবে বলে আপনি মনে করেন তা উল্লেখ করুন?

মূল শিখনীয় বিষয়

মাধ্যমিক স্তরের টেক্সটাইল শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু

শিক্ষাক্রমের প্রাথমিক ধারণা

এসডিজি'র লক্ষ্য হচ্ছে মানসম্মত শিক্ষার মাধ্যমে সমৃদ্ধ অর্থনীতি ও উন্নত দেশে পরিণিত হওয়া। দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করা এবং মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার প্রধানতম উপায় হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তিগত শিক্ষার মাধ্যমে যথোপযুক্ত জনশক্তি বা মানব সম্পদ তৈরি করা। শিক্ষার মাধ্যমে তা বাস্তবয়ন করতে জন্য প্রয়োজন সর্বাধুনিক ও সময়োপযোগী শিক্ষাক্রম। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের তথ্যমতে ব্যপক দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ ও বিদেশের চাকুরি বাজারের জন্য জনশক্তি এবং তাদের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে একাধিক জরিপ ও অনুরূপ অন্যান্য প্রতিবেদনে এবং তথ্য উপাত্তের আলোকে মাধ্যমিক পর্যায়ের সাধারণ শিক্ষা ও ভোকেশনাল শিক্ষার সমন্বয়ে ১৯৯৫ সাল থেকে এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করে। এই শিক্ষাক্রমের সাথে জাতীয় দক্ষতার তৃতীয় ও দ্বিতীয় মান সম্পৃক্ত রয়েছে। এতে করে নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষাক্রমে শুধুমাত্র ট্রেড বিষয়ে উত্তীর্ণ হলেও শিক্ষার্থীরা জাতীয় দক্ষতার দ্বিতীয় ও তৃতীয় মান অর্জন করতে পারে। পরিবর্তনশীল বিশ্ব অর্থনীতির চাহিদার আলোকে দেশ ও বিদেশে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থায়ও আধুনিকীকরণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তাই ২০১৭ সালে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড শিক্ষাক্রমের সিলেবাস পরিমার্জ করার লক্ষ্যে ১৪টি ওয়ার্কশপ করে ব্যাপক আলোচনার মাধ্যমে ট্রেড বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে সিলেবাস সমূহ পরিমার্জন করা হয়।

পাঠ্যসূচি

বর্তমানে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মাধ্যমিক পর্যায়ে টেক্সটাইল বিয়ষক ৪টি ট্রেড চলমান রয়েছে। নিম্নে পাঠ্যসূচি উল্লেখ করা হলো-

ট্রেড- ড্রেস মেকিং বিষয়ের পাঠ্যসূচির বিষয়বস্তু

১. নবম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত (তাত্ত্বিক)

অধ্যায়	ড্রেস মেকিং-১ (১ম পত্র)	ড্রেস মেকিং-২ (১ম পত্র)
প্রথম	পোশাক সম্পর্কে ধারণা	স্ব-চিত্র ও ফ্লো-চার্টসহ পূর্ণাঙ্গ পোশাক তৈরি
দ্বিতীয়	পোশাকের শ্রেণিবিন্যাস	সেলাই ও সীম
তৃতীয়	পোশাক তৈরির প্রয়োজনীয় কাঁচামাল	কাটিং মেশিন
চতুর্থ	বস্ত্রেয় বয়ন	সাধারণ সেলাই মেশিন
পঞ্চম	সেলাই সুতা সম্পর্কে ধারণা	থ্রি থ্রেড ওভারলক মেশিন
ষষ্ঠ	পোশাক শিল্প কারখানায় পোশাক তৈরি	সেলাই মেশিনের রক্ষণাবেক্ষণ
সপ্তম	মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মাপ নেওয়ার পদ্ধতি	পোশাকের মান নিয়ন্ত্রণ
অষ্টম	পোশাকের প্যাটার্ন	--
নবম	পোশাকের কম্পোনেন্ট	--

ছক তালিকা: ৩.১.২ (পাঠ্যসূচির বিষয়বস্তু)

২. দশম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত (তাত্ত্বিক)

অধ্যায়	ড্রেস মেকিং-১ (২য় পত্র)	ড্রেস মেকিং-২ (২য় পত্র)
প্রথম	বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের অবস্থান	স্ব-চিত্র ও ফ্লো চার্টসহ পূর্ণাঙ্গ পোশাক তৈরি
দ্বিতীয়	পোশাকের গুরুত্বপূর্ণ অংশসমূহের সংজ্ঞা	সিঙ্গেল নিডেল লকস্টিচ মেশিন
তৃতীয়	সেলাই সম্পর্কে ধারণা	ফাইভ থ্রেড ওভারলক মেশিন
চতুর্থ	প্যাটার্ন কাটিং	বাটন হোল ও বাটন স্টিচ মেশিন
পঞ্চম	পোশাকের বিভিন্ন কম্পোনেন্ট	ফ্ল্যাট লক ও মাল্টি থ্রেড চেইন স্টিচ মেশিন
ষষ্ঠ	মার্কার তৈরি সম্পর্কে ধারণা	এমব্রয়ডারি মেশিন
সপ্তম	কাপড় বিছানো সম্পর্কে ধারণা	সেলাই মেশিনের টেনশন ও স্টিচ রেগুলেটর অ্যাডজাস্ট
অষ্টম	কাপড় কাটা সম্পর্কে ধারণা	সেলাই মেশিনের ফিড মেকানিজ ও নিডলবার অ্যাডজাস্টমেন্ট
নবম	--	পোশাকের ফিনিশিং
দশম	--	পোশাকের মান নিয়ন্ত্রণ
একাদশ	--	ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং
দ্বাদশ	--	ব্যবহারিক কাজের সময় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ

ছক তালিকা: ৩.১.৩ (পাঠ্যসূচির বিষয়বস্তু)

ট্রেড- উইভিং বিষয়ের পাঠ্যসূচির বিষয়বস্তু

১. নবম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত (তাত্ত্বিক)

অধ্যায়	উইভিং-১ (১ম পত্র)	উইভিং-২ (১ম পত্র)
প্রথম	টেক্সটাইল সম্পর্কে ধারণা	উইভিং বা বুনন সম্পর্কে ধারণা
দ্বিতীয়	প্রাকৃতিক ফাইবার	লুম বা তাঁত সম্পর্কে ধারণা
তৃতীয়	কটন ফাইবার	কাপড় বুননে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের শানা
চতুর্থ	জুট ফাইবার	গ্রাফ পেপার
পঞ্চম	সিল্ক ফাইবার	টেক্সটাইল ডিজাইন
ষষ্ঠ	বস্ত্রে ব্যবহৃত সুতা	ড্রাফটিং, লিফটিং ও ডেন্টিং প্ল্যান
সপ্তম	সুতার নম্বর (কাউন্ট)	প্লেইন উইভ
অষ্টম	উইভিং এর বিভিন্ন ধাপ	টুইল উইভ
নবম	ওয়াইন্ডিং প্রক্রিয়া	--
দশম	টানা প্রকরণ (ওয়ার্পিং)	--
একাদশ	মাড় প্রকরণ (সাইজিং)	--

ছক: ৩.১.৪ (পাঠ্যসূতির বিষয়বস্তু)

২. দশম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত (তাত্ত্বিক)

অধ্যায়	উইভিং-১ (২য় পত্র)	উইভিং-২ (২য় পত্র)
প্রথম	কৃত্রিম আঁশ সম্পর্কে ধারণা	পাওয়া লুম সম্পর্কে ধারণা
দ্বিতীয়	নাইলন ফাইবার	পাওয়ার লুমের শেডিং
তৃতীয়	পলিয়েষ্টার ফাইবার	পাওয়ার লুমের পিকিং
চতুর্থ	অ্যাকরাইলিক ফাইবার	পাওয়ার লুমের বিটিং আপ
পঞ্চম	সুতার কাউন্ট	পাওয়ার লুমের টেক-আপ
ষষ্ঠ	সেকশনাল ওয়ার্পিং	পাওয়ার লুমের লেট-আপ
সপ্তম	কাপড়ের বিভিন্ন ত্রুটি	পাওয়ার লুমের আনুষাঙ্গিক(টোরশিয়ারী) গতি

অষ্টম	গ্রে-কাপড়ের ইন্সপেকশন এবং গ্রেডিং	পাওয়ার লুমের উৎপাদিত কাপড়
নবম	--	কাপড় বিশ্লেষন
দশম	--	কাপড়ের ডিজাইন
একাদশ	--	পেন্টইন উইভের ডোরভেটিভস
দ্বাদশ	--	কাপড়ের বিভিন্ন ত্রুটি
ত্রয়োদশ	--	গ্রে-কাপড়ের ইন্সপেকশন এবং গ্রেডিং

ছক: ৩.১.৫ (পাঠ্যসূচির বিষয়বস্তু)

ট্রেড- নিটিং বিষয়ের পাঠ্যসূচির বিষয়বস্তু

১. নবম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত (তাত্ত্বিক)

অধ্যায়	নিটিং-১ (১ম পত্র)	নিটিং-২ (১ম পত্র)
প্রথম	টেক্সটাইল সম্পর্কে ধারণা	নিটিং সংশ্লিষ্ট সাধারণ সংজ্ঞাসমূহ
দ্বিতীয়	টেক্সটাইল ফাইবার	নিটিং এর বেসিক ইলিমেন্টসসমূহ
তৃতীয়	কটন ফাইবার	নিটিং এর লুপ গঠন প্রণালী
চতুর্থ	পলিয়েষ্টার ফাইবার	নিটিং মেশিনের শ্রেণিবিভাগ
পঞ্চম	নাইলন ফাইবার	নিটওয়ার এর প্রকারভেদ
ষষ্ঠ	অ্যাকরাইলিক ফাইবার	হস্ত চালিত সোয়েটার নিটিং মেশিন
সপ্তম	ভিসকস রেয়ন ফাইবার	স্টিচ ট্রান্সফারিং সেস্টেম
অষ্টম	ইয়ার্ন বা সুতা	সোয়েটারের বিভিন্ন অংশের আকার তৈরির হিসাব
নবম	ইয়ার্ন এর শক্তি	ওয়েফট নিটিং এর বেসিক স্ট্রাকচারসমূহ
দশম	কার্ডেড ইয়ার্ন এবং কম্বড ইয়ার্ন	সোয়েটারে বহুল ব্যবহৃত ডিজাইসমূহ
একাদশ	ইয়ার্ন নাম্বারিং	বিভিন্ন ধরনের কাপড়ের মধ্যে পার্থক্য
দ্বাদশ	সুতার বিভিন্ন ধরণের সমস্যা	কাপড়ের বিভিন্ন ধরণের ত্রুটি
ত্রয়োদশ	--	লিংকিং প্রণালী

ছক: ৩.১.৬ (পাঠ্যসূচির বিষয়বস্তু)

২. দশম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত (তাত্ত্বিক)

অধ্যায়	নিটিং-১ (২য় পত্র) এ	নিটিং-২ (২য় পত্র)
প্রথম	নিটিং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ	নিটিং সংক্রান্ত সাধারণ ধারণা
দ্বিতীয়	নিটিং মেশিনের শ্রেণিবিভাগ	বিভিন্ন ধরণের লুপ
তৃতীয়	নিটিং মেশিনের গেজ	স্টিচ সম্পর্কে ধারণা
চতুর্থ	নিটিং মেশিনের পরিচিতি (ব্রান্ড)	ওয়েফট নিটিং এ বহুল ব্যবহৃত স্ট্রাকচারসমূহ
পঞ্চম	নিটিং মেশিনের বিভিন্ন পার্টস	ওয়েফট নিটেড ফ্রব্রিকের ত্রুটিসমূহ
ষষ্ঠ	সিঙ্গেল জার্সি সার্কুলার নিটিং মেশিন	ওয়ার্প নিটিং এবং ওয়েফট নিটিং এর তুলনা
সপ্তম	রিব সার্কুলার নিটিং মেশিন	বিভিন্ন ধরনের স্ট্রাইপ কাপড় উৎপাদন প্রক্রিয়া
অষ্টম	ইন্টারলক সার্কুলার নিটিং মেশিন	মজুদ ব্যবস্থাপনা
নবম	ওয়ার্প নিটিং এর মূলনীতি	--
দশম	নিটেড কাপড় চেনার উপায়	--
একাদশ	নিটিং সংক্রান্ত হিসাব	--

ছক: ৩.১.৭ (পাঠ্যসূচির বিষয়বস্তু)

ট্রেড- ডাইং, প্রিন্টিং এন্ড ফিনিশিং বিষয়ের পাঠ্যসূচির বিষয়বস্তু

১. নবম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত (তাত্ত্বিক)

অধ্যায়	ডাইং, প্রিন্টিং এন্ড ফিনিশিং-১ (১ম পত্র)	ডাইং, প্রিন্টিং এন্ড ফিনিশিং-২ (১ম পত্র)
প্রথম	টেক্সটাইল আঁশ (Textile Fibre) সম্বন্ধে ধারণা	টেক্সটাইল রং (Textile Dyes) সম্বন্ধে ধারণা
দ্বিতীয়	কটন (Cotton) ফাইবার	ডাইরেক্ট ডাই (Direct Dyes) দ্বারা রং করণ
তৃতীয়	জুট (Jute) ফাইবার	রিঅ্যাকটিভ ডাই (Reactive Dyes) দ্বারা রং করণ
চতুর্থ	টেক্সটাইল ফাইবার সনাক্তকরণ	প্রিন্টিং উপযোগী কাপড় প্রস্তুত করণ
পঞ্চম	বস্ত্রে ব্যবহৃত সুতা	থিকেনিং (Thickening Dyes) এজেন্ট
ষষ্ঠ	সুতার নম্বর	ছাপার (Printing) পদ্ধতি
সপ্তম	বস্ত্র (নিট এবং ওভেন কাপড়)	ব্লক প্রিন্টিং (Block Printing) পদ্ধতি
অষ্টম	বিভিন্ন ধরণের কাপড় চিনার উপায়	বাটিক প্রিন্টিং (Batik Printing) পদ্ধতি
নবম	ব্রাশিং এন্ড শেয়ারিং	ডাইরেক্ট ডাই দ্বারা ব্লকের সাহায্যে কটন কাপড় প্রিন্টিং
দশম	সিনজিং ও ডিসাইজিং প্রক্রিয়া	রিঅ্যাক্টিভ ডাই দ্বারা ব্লকের সাহায্যে কটন কাপড় প্রিন্টিং
একাদশ	টেক্সটাইল দ্রব্য স্কাওয়ারিং	ডাইরেক্ট ডাই দ্বারা বাটিক প্রিন্টিং
দ্বাদশ	ডাইং মিলে ব্যবহৃত বিভিন্ন অ্যাকসরিজ	রিঅ্যাক্টিভ ডাই দ্বারা বাটিক প্রিন্টিং
ত্রয়োদশ	ব্লিচিং	ফেব্রিক ওয়াশিং সমন্ধে ধারণা
চতুর্দশ	সাওয়ারিং	ক্যালেন্ডারিং (Calendering) সম্পর্কে ধারণা
পঞ্চদশ	অক্সিডাইজিং এজেন্ট	--
ষোড়শ	রিডিউসিং এজেন্ট	--

ছক: ৩.১.৮ পাঠ্যসূচির বিষয়বস্তু

২. দশম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত (তাত্ত্বিক)

অধ্যায়	ডাইং, প্রিন্টিং এন্ড ফিনিশিং-১ (২য় পত্র)	ডাইং, প্রিন্টিং এন্ড ফিনিশিং-২ (২য় পত্র)
প্রথম	মার্সেরাইজিং সম্পর্কে ধারণা	এসিড ডাই দ্বারা সিল্ক কাপড় প্রিন্ট করণ
দ্বিতীয়	এসিড ডাই (Acid Dyes) দ্বারা রং করণ	এজোয়িক ডাই দ্বারা সিল্ক কাপড় প্রিন্ট করণ
তৃতীয়	বেসিক ডাই (Basic Dyes) দ্বারা রং করণ	ভ্যাট ডাই দ্বারা সিল্ক কাপড় প্রিন্ট করণ
চতুর্থ	ডিসপার্স ডাই (Disperse Dyes) দ্বারা রং করণ	স্ক্রীন প্রিন্টিং এর জন্য ডিজাইন অংকণ
পঞ্চম	ডাইং মেশিন (Dyeing Machine) এর ধারণা	টেক্সটাইল ফিনিশিং সম্পর্কে ধারণা
ষষ্ঠ	--	অ্যান্টি-ক্রিজিং সম্পর্কে ধারণা
সপ্তম	--	ষ্টেন্টারিং (Stentering) সম্পর্কে ধারণা
অষ্টম	--	সানফোরাইজিং (Sanforizing) সম্পর্কে ধারণা
নবম	--	অপটিক্যাল ব্রাইটেনার সম্পর্কে ধারণা
দশম	--	অর্গান্ডি ফিনিশিং সম্পর্কে ধারণা
একাদশ	--	ফেব্রিক প্রোফিং (Fabric Profing) সম্পর্কে ধারণা
দ্বাদশ	--	ফাস্টনেস সম্পর্কে ধারণা
ত্রয়োদশ	--	কাপড়ের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করণ
চতুর্দশ	--	পরীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ

ছক: ৩.১.৯ পাঠ্যসূচির বিষয়বস্তু

শিক্ষাক্রমে কারিগরি ও প্রযুক্তি বিষয়ের কতিপয় বৈশিষ্ট্য

মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম ২০১২ এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ২০১৭ সালের পরিমার্জ শিক্ষাক্রমের সিলেবাস পর্যালোচনা করলে কতিপয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো:

১. সাধারণ, মাদ্রাসা ও ইংরেজি শিক্ষা ধারাসহ সকল ধারার শিক্ষার জন্য অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত একমূখী ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন;
২. বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী, কর্মমূখী ও দক্ষ জনশক্তি তৈরির উপর গুরত্ব আরোপ;
৩. শিখন-শিক্ষণ কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী দক্ষতার বিকাশের সুযোগ প্রদান;
৪. সৃজনশীলতায় শিক্ষার্থীরা বিশ্লেষণমূলক, চিন্তন উদ্দীপক ও সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর ও কাজ অনুশীলন করবে;
৫. ব্যবহারিক বিষয় সমূহে শতভাগ দক্ষতা অর্জনের জন্য তাত্ত্বিক বিষয়ের পাশাপাশি ব্যবহারিক কাজকে বাস্তবমূখী ও জীবন ভিত্তিক দক্ষতা প্রদান করার জন্য সমন্বয় সাধন;
৬. হাতে কলমে কাজ শেখা ও দলগত কাজের মাধ্যমে টিম ওয়ার্ক গঠনের উপর গুরুত্ব প্রদান;
৭. শ্রেণি কার্যক্রমে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি;
৮. শিক্ষাকে জীবন ও বাস্তবমূখী করা ও দেশ-বিদেশের বাজারের চাহিদা মোতাবেক দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টিত উপর গুরুত্ব আরোপ;
৯. প্রতিটি পাঠ থেকে কী কী জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে তা বুদ্ধিভিত্তিক, মনোপেশিজ ও আবেগীয় শিখনফল হিসেবে প্রতিটি অধ্যায় শুরুতে সংযোজন করা হয়েছে। যা শিক্ষার্থীরা পাঠের শুরুতে বুঝতে পারে এবং মানসিকভাবে তৈরি হতে পারে;
১০. শিক্ষার মাধ্যম সকল প্রকার বৈষম্য দূর করে সমতা বিধানের লক্ষ্যে পেশাগত ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে একীভূত শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব প্রদান;
১১. প্রতি পিরিয়ডের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি, অধ্যায় ভিত্তিক পিরিয়ড সংখ্যা নির্ধারণ, শিক্ষাবর্ষে কর্মদিবস চিহ্নিত করণ;
১২. ব্যবহারিক কাজকে আরোবেগবান করতে টানা তিন পিরিয়ডকে একত্রে এক পিরিয়ড হিসেবে নির্ধারণ। যাতে করে একটি কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করা যায়;
১৩. ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিখন দূর্বলতা চিহ্নিত করে তাদের সবল করার প্রয়াস গ্রহণ;
১৪. কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থায় ধারাবাহিক মূল্যায়ন, সামষ্টিক মূল্যায়ন করে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল প্রদান;
১৫. পাবলিক পরীক্ষায় শুধু মাত্র ট্রেড বিষয়ে পাস করলেও শিক্ষার্থীকে জাতীয় দক্ষতা মান (নবমের জন্য মান-৩ এবং দশমের জন্য মান-২) নির্ধারণ করা হয়েছে। যা একজন শিক্ষার্থীর কর্মজীবনে সফলতার সুযোগ তৈরি হবে।

বর্তমান শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী পরিমার্জিত এ পাঠ্যসূচি পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমে অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষতা প্রদান করতে পারলে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে উঠবে। অভ্যন্তরীণ ও বহিঃবিশ্বের উপযুক্ত চাকরি পেতে যেমনি সহায়ক হবে, তেমনি আত্মকর্মসংস্থানের উদ্যোক্তা হতেও সহায়ক হবে। মাধ্যমিক পর্যায়ে টেক্সটাইল বিষয়ে সর্বমোট ৪টি ট্রেড চালু রয়েছে। যথা-

১. ড্রেস মেকিং;
২. উইভিং;
৩. নিটিং;
৪. ডাইং, প্রিন্টিং অ্যান্ড ফিনিশিং।

২০১৭ সালের পরিমার্জিত পাঠ্যসূচি অনুসারে ট্রেড-১ (১ম ও ২য় পত্র) এবং ট্রেড-২ (১ম ও ২য় পত্র) বিভক্ত করা হয়েছে।

লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট (Life Skill Development)

১. ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হবে-

১.১ ব্যক্তিত্ব বিকাশের তত্ত্বসমূহ বলতে পারবে;
১.২ অহংকার ও গর্ববোধের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে সক্ষম হবে;
১.৩ স্বার্থপরতা ও আত্ম প্রয়োজনের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে সক্ষম হবে;

১.৪ ইতিবাচক ব্যক্তিত্ব গঠনের পদ্ধতি অনুশীলন করতে পারবে।

২. অত্ম-বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবে-

২.১ মনোভাব ব্যক্ত করতে সক্ষম হবে;

২.২ ইতিবাচক ইচ্ছা প্রকাশে দক্ষতা অর্জন করবে;

২.৩ আত্ম বিশ্বাস প্রতিষ্ঠায় দক্ষতা অর্জন করবে;

২.৪ অত্ম উদ্বুদ্ধকরণের ধাপসমূহ অবলম্বন করতে সক্ষম হবে;

২.৫ কর্ম প্রেরণার উপাদানসমূহ চিহ্নিত করতে সক্ষম হবে;

২.৬ প্রেষণা ও প্রেষণার কৌশলসমূহ রপ্ত করতে পারবে।

৩. দলগত কাজে দক্ষতা অর্জন করবে-

৩.১ সমঝোতা এবং গতিশীলতার সাথে দলে কাজ করার দক্ষতা অর্জন করবে;

৩.২ দলে কাজ করার কৌশল সমূহ রপ্ত করবে;

৩.৩ দলে নেতৃত্ব দিতে পারবে;

৩.৪ দলীয় হতাশা ঘুচাতে সক্ষম হবে;

৩.৫ কার্য ব্যবস্থাপনা কৌশলে দক্ষতা অর্জন করবে;

৩.৬ কার্য নির্ধারণ, পরিকল্পনা ও সংগঠন সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করবে;

৩.৭ সঠিকভাবে কার্য সম্পাদনে দক্ষতা অর্জন করবে।

৪. যৌথ আলোচনা ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করবে-

৪.১ যৌথ আলোচনার সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারবে;

৪.২ বিশ্লেষনাত্মক এবং যৌক্তিক চিন্তা ভাবনায় দক্ষতা অর্জন করবে;

৪.৩ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধাপসমূহ অবলম্বন করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

৫. সমস্যা এবং তার সমাধান করতে সক্ষম হবে-

৫.১ সমস্যা সমাধানের ধাপসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে;

৫.২ সমস্যা বিশ্লেষণ করতে পারবে;

৫.৩ সমস্যা চিহ্নিত করতে পারবে;

৫.৪ সম্ভাব্য সমাধানসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে;

৫.৫ সর্বোত্তম সমাধান নির্ধারন করতে পারবে;

৫.৬ সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে;

৫.৭ সমস্যার সমাধানের কৌশল যথা-

১. ট্রায়াল এন্ড এরর;

২. ব্রেইন স্টর্মিং;

৩. লিটারেট থিংকিং (যে কোন একটি কৌশল আলোচনা করতে পারবে।

6. Skill in Communicative English (Conversational Situation)

1. About trade related topic;
2. Common Health problem and Quitting & Finding Jobs;
3. Office Details and Office Conversation;
4. About Practical Job;
5. On a specific situation & Public speaking;
6. About Exchanging views with a Persons & introducing oneself;
7. Describe and Narrate events, place, objects etc;
8. About trade related topic.

কারিগরি শিক্ষা আইন, ২০১৮

বাংলাদেশ গেজেট, সংসদ কর্তৃক নিম্নলিখিত আইনটি ৩০ কার্তিক, ১৪২৫ মোতাবেক ১৪ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিক্রমে ২০১৮ সনের ৬৬ নং আইন Technical Education Act, 1967 রহিতক্রমে যুগোপযোগী করিয়া নতুনভাবে প্রণয়নকল্পে আইন।

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন-

১. এই আইন বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হবে;
২. ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

১. "কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ "(Technical and Vocational Education and Training)" অর্থ তপসিল ১ এ উল্লিখি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ;
২. "চেয়ারম্যান" অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;
৩. "জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো "(National Technical and Vocational Qualification Framework)" অর্থ তপসিল ২ এ উল্লিখিত জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো;
৪. "জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ" অর্থ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৫ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;
৫. "তহবিল" অর্থ ধারা ১৭ এর অধীন গঠিত তহবিল;
৬. "তপশিল" অর্থ এই আইনের কোনো তপশিল;
৭. "পরিচালনা পর্ষদ" অর্থ ধারা ৬ এর অধীন গঠিত বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদ;
৮. "পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (Recognition of Prior Learning)" অর্থ প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাষ্ঠানিকভাবে অর্জিত কোনো শিক্ষা, দক্ষতা বা জ্ঞানের পূর্ববর্তী শিখন স্বীখন স্বীকৃতি;
৯. "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;
১০. "বিধি" অর্থ এই আইনের প্রণীত বিধি;
১১. "বোর্ড" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড;
১২. "সচিব" অর্থ বোর্ডের সচিব; এবং
১৩. "সক্ষমতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন (Competency Sased Training and Assessment)" অর্থ জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো অর্জনের জন্য গৃহীত প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন।

সারসংক্ষেপ:

দক্ষতাই সম্পদ, তাই দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে প্রয়োজন আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। মানুষের মৌলিক চাহিদার দ্বিতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ উপদান হচ্ছে বস্ত্র বা পোশাক। আধুনিক পোশাক শিল্প বিকাশের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের এক কার্যকর মাধ্যম টেক্সটাইল শিক্ষণ। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এসডিজির লক্ষ্য অর্জন করার লক্ষ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাক্রমে 'টেক্সটাইল শিক্ষণ' এর বিভিন্ন বিষয় এসএসসি ভোকেশনাল শিক্ষাক্রমে ১৯৯৫ সালে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এই বিষয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে টেক্সটাইল বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ তৈরি করা, দক্ষতার বিকাশ এবং পরবর্তীতে উচ্চশিক্ষা লাভের ভিত নির্মাণের মাধ্যমে দক্ষ ও উৎপাদনশীল জনসম্পদ সৃষ্টি করা। বর্তমান প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থায় বর্তমান যুগের দেশ ও বিদেশের চাহিদাকে সামনে রেখে টেক্সটাইল শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। টেক্সটাইল শিক্ষণ বিদ্যায় দক্ষতা অর্জন করতে পারলে টেক্সটাইল প্রযুক্তিবিদ হিসেবে বা ফ্যাশন ডিজাইনার হিসেবে কর্মক্ষেত্রে প্রচুর চাহিদা রয়েছে। শুধু মাত্র পোশাক শিল্পে দক্ষ কর্মীর অভাবে প্রচুর অর্ডার

বিদেশে হাতে চলে যাচ্ছে। আমাদের দেশে ডিজাইনার ও দক্ষ প্রযুক্তিবদের ঘটতি মেটাতে ভারত, শ্রীলংকা, পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশ থেকে নিয়ে আসতে হয়। যার ফলে মোটা অংকের অর্থ বিদেশে চলে যাচ্ছে। পোশাক শিল্পের বড় উৎপাদককারী দেশ চীন এখন শ্রমিকদের উচ্চ হারে বেতন ভাতা দিতে গিয়ে এই শিল্পকে তারা যখন সংকোচন করছেন তখন সে বাজার দখল করে নিচ্ছে বাংলাদেশ ও ভিয়েতনাম। তাই আমাদের বিশ্ব শ্রম বাজার প্রসারণের লক্ষ্যে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা প্রয়োজন দেখা দেয়। শিক্ষাক্রম হলো শিক্ষার অনুক্রম। পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সালের পরিমার্জিত পাঠ্যসূচি অনুসারে ট্রেড বিষয়কে দুটি বিষয়ে ভাগ করে ট্রেড-১ (১ম ও ২য় পত্র) এবং ট্রেড-২ (১ম ও ২য় পত্র) করা হয়েছ। চাহিদার দিক বিবেচনায় রেখে শিক্ষাক্রমে ৩১ টি ট্রেড অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। প্রযুক্তিগত পরিবর্তনশীলতার নিরিখে ট্রেড বিষয়সমূহের সিলেবাসকে যুগোপযোগী করা হয়েছে। পরিমার্জিত সিলেবাসে বিষয়বস্তু এমনভাবে রাখা হয়েছে যাতে করে কোন শিক্ষার্থী এসএসসি(ভোকেশনাল) পাস না করলেও শুধু নবম শ্রেণির ট্রেড বিষয় পাস করলে জাতীয় দক্ষতা মান-৩ অর্জন করবে এবং দশম শ্রেণির ট্রেড বিষয় পাস করলে জাতীয় দক্ষতা মান-২ অর্জন করবে। শিক্ষার্থীদের জীবন দক্ষতা উন্নয়নের (Life Skill Development) জন্য ট্রেড বিষয়ের ব্যবহারিক অংশে Communicative English অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ব্যক্তিত্বের বিকাশ, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, স্বাস্থ্য সচেতনতা, নিরাপত্তা, পরিবেশ সচেতনতা ইত্যাদি বিষয়বস্তু অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। তাত্ত্বিক বিষয়ের ৪০% এবং ব্যবহারি বিষয়ে ৬০% মূল্যায়নের বিধান রাখা হয়েছে। এতে করে নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষাক্রমে শুধুমাত্র ট্রেড বিষয়ে উত্তীর্ণ হলেও শিক্ষার্থীরা জাতীয় দক্ষতার দ্বিতীয় ও তৃতীয় মান অর্জন করতে পারে। পরিবর্তনশীল বিশ্ব অর্থনীতির চাহিদার আলোকে দেশ ও বিদেশে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থায়ও আধুনিকীকরণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তাই ২০১৭ সালে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড শিক্ষাক্রমের সিলেবাস পরিমার্জ করার লক্ষ্যে ১৪টি ওয়ার্কশপ করে ব্যাপক আলোচনার মাধ্যমে ট্রেড বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে সিলেবাস সমূহ পরিমার্জন করা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম ২০১২ এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ২০১৭ সালের পরিমার্জ শিক্ষাক্রমের সিলেবাস পর্যালোচনা করলে কতিপয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। মাধ্যমিক পর্যায়ে টেক্সটাইল বিষয়ে সর্বমোট ৪টি ট্রেড চালু রয়েছে। যথা- ১. ড্রেস মেকিং, ২. উইভিং, ৩. নিটিং, ডাইং, প্রিন্টিং অ্যান্ড ফিনিশিং। বাংলাদেশ গেজেট, সংসদ কর্তৃক নিম্নলিখিত আইনটি ৩০ কার্তিক, ১৪২৫ মোতাবেক ১৪ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতিক্রমে ২০১৮ সনের ৬৬ নং আইন Technical Education Act, 1967 রহিতক্রমে যুগোপযোগী করিয়া নতুনভাবে প্রণয়নকল্পে আইন। যার ফলে কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা আধুনিকতার বিকাশ লাভের পথ সুগম ও প্রসারিত হয়।

মূল্যায়ন:

১. টেক্সটাইল প্রযুক্তি শিক্ষাক্রম কী? ২. শিক্ষাক্রম কেন গুরুত্বপূর্ণ? ৩. পাঠ্যসূচি কেন পরিবর্তন করতে হয়? ৪. শিক্ষা আইন ২০১৮ কী কী বিষয় রয়েছে? ৫. জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো বিশ্লেষণ করুন।	**উত্তর:** ---------- ---------- ---------- ----------

পরবর্তী অধিবেশনের প্রস্তুতি:

আমরা “**মাধ্যমিক স্তরের টেক্সটাইল শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**” নিয়ে আলোচনা করবো।

তথ্য সূত্র:

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম: http://bitly.ws/9YeZ

কারিগরি শিক্ষা আইন-২০১৮: http://bitly.ws/9Yf9

এনসিটিবি: http://bitly.ws/9Yft এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম নবম-দশম শ্রেণির সকল ট্রেড বই সমূহ।

মাধ্যমিক স্তরের টেক্সটাইল শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ভূমিকা

মাধ্যমিক স্তরে টেক্সটাইল বিষয়ক শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অত্যন্ত জীবন ঘনিষ্ঠ ও সুদূর প্রসারি। বর্তমান আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবে ফ্যাশনের ক্রমবর্ধমান পরিবর্তন ফলে প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। যার প্রভাব আমাদের দেশসহ সারা বিশ্বে জুড়ে রয়েছে। বিশেষ করে পোশাক শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত সকল মাধ্যমগুলোর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের দক্ষতা অর্জনের জন্য মানসম্মত শিক্ষাক্রম তৈরি করা প্রয়োজন। যা টেক্সটাইল শিক্ষণে পড়ুয়া সকল শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত মানের দক্ষতায় উন্নীত করবে।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি...

- কারিগরি শিক্ষা কাঠামো সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- টেক্সটাইল শিক্ষাক্রম প্রণয়নের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন;
- টেক্সটাইল শিক্ষাক্রম এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করতে পারবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ:

- চার্ট, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন;
- পাঠ পরিকল্পনা;
- কারিগরি ওয়েব সাইটের: www.bteb.gov.bd; http://www.techedu.gov.bd/
- কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগ: http://bitly.ws/9Yhe (শিক্ষা কাঠামো)

পর্বসমূহ

প্রথমেই মনোযোগ সহকারে “মূল শিক্ষনীয় বিষয়” অংশটি পড়ে নিন। তারপর একে একে পর্বগুলো অনুসরণ করুন।

পর্ব-ক: শিক্ষাক্রম প্রণয়ন পটভূমি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণ

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুরা, আপনার মতামত প্রকাশ করুন-

ক্রম নং	শিক্ষাক্রম প্রণয়ন পটভূমি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
০১	টেক্সটাইল শিক্ষাক্রম প্রণয়নের পটভূমি কি হতে পারে তা সংক্ষেপে আপনার ডাইরীতে লিখুন।
০২	টেক্সটাইল শিক্ষাক্রম প্রণয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করুন।
০৩	পরবর্তী সেশনে সহপাঠী বন্ধুদের মতামত নিন।

তালিকা ছক: ৩.২.১ (সম্ভাব্য প্রশ্নমালা)

সম্ভাব্য উত্তর

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. টেক্সটাইল বিষয়ে দক্ষতা অর্জন;
২. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের একজন দক্ষ কর্মী হতে পারা;
৩. একজন ভালো উদ্যোক্তা হওয়া;
৪. টেক্সটাইল শিক্ষায় ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা;
৫. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে দক্ষতা মাধ্যমে অবদান রাখা।

তালিকা ছক: ৩.২.২ (সম্ভাব্য উত্তর)

পর্ব-খ: টেক্সটাইল শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

টেক্সটাইল শিক্ষাক্রমের দুই ধরণের উদ্দেশ্য নির্ধারন করা যায়। যথা-

১. মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ
২. আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) নিম্নে আলোচনা করা হলো-

১. **মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ**

- মানসম্মত কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ;
- টেক্সটাইল প্রযুক্তিতে দক্ষ জনবল সৃষ্টি;
- টেক্সটাইল শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন;
- কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চতর স্তরে (Tertiary Level) টেক্সটাইল, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি শিক্ষার
- অধিকতর প্রসারসহ উচ্চশিক্ষার মান্নোয়ন;
- শিক্ষাক্ষেত্রে ন্যায্যতা ও সমতা (equity & equality) নিশ্চিতকরণ;
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধন ইত্যাদি।

২. **আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ**

- কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন;
- দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;
- আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- ব্যক্তিক ও কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;
- তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা;
- দেশীয় বস্ত্র প্রকৌশলে দক্ষ জনশক্তি বৃদ্ধি ঘটিয়ে বিদেশী নির্ভরতা হ্রাস করা;
- টেক্সটাইল শিক্ষায় দক্ষ জনসম্পদ সৃষ্টি করে উদ্যোক্তা তৈরি করা ইত্যাদি।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা উদ্দেশ্যগুলো মনোযোগ সহকারে দলগতভাবে পড়ুন এবং উদ্দেশ্য নির্ধারণ যথাযথ হয়েছে কিনা লিখুন।

মূল শিখনীয় বিষয়

মাধ্যমিক স্তরের টেক্সটাইল শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

টেক্সটাইল শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

জাতীয় ও আন্তজার্তিক শ্রম বাজারে ক্রমবর্ধমান নতুন নতুন প্রযুক্তির নির্ভরশীলতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে মাধ্যমিক পর্যায়ে টেক্সটাইল শিক্ষণ শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য হল বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের টেক্সটাইল প্রযুক্তি বিষয়ক জ্ঞান, দক্ষতা ও সৃজনশীলতা মাধ্যমে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য মানব সম্পদ তৈরি করা। পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষা নিয়ে সামাজিক সচেতনতা, মূল্যবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে সহায়তা করা, যাতে তারা সাফল্যের সাথে উচ্চ শিক্ষা এবং কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে। টেক্সটাইল প্রযুক্তির প্রভাবে অর্থনীতিতে উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন।

টেক্সটাইল শিক্ষণ শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

ক্রম	বিষয়	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
১	চিন্তন (Intellectual)	টেক্সটাইল শিক্ষণের এর বিকাশ, বিভিন্ন ক্ষেত্র, প্রক্রিয়া ও পরিবেশ বিষয়ে জানার সক্ষমতার বিকাশ সাধন করা। টেক্সটাইল শিক্ষণ সম্পর্কিত উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা, বিষয় ভিত্তিক বিশ্লেষণ দক্ষতা, যৌক্তিক ক্রমবিন্যাস, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সমস্যার সমাধান করতে পারার দক্ষতার মনোন্নয়ন সাধন। দেশি ও আন্তর্জাতিক কর্মক্ষেত্রে টেক্সটাইল শিক্ষণের প্রভাব উপলব্দি করতে পারা। টেক্সাইল প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
২	ব্যক্তিক (Personel)	টেক্সটাইল শিক্ষণে প্রযুক্তির নির্ভরশীলতার বর্তমান প্রক্ষাপটে সামাজিক পরিবর্তনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ সাধন করা। প্রযুক্তির নৈতিক ব্যবহার ও আচরণে অভ্যস্ত হওয়া। জীবনব্যাপী নতুন নতুন প্রযুক্তির প্রতি নিজেকে সম্পৃক্ত করার মানসিকতা গড়ে তোলা। প্রযুক্তি ব্যবহারের সাথে সাথে স্বাস্থ্য সচেতনতা ও নিরাপত্তা ঝুঁকিগুলো অনুধাবন করতে সক্ষমতা অর্জন করা।
৩	যোগাযোগ (Communication)	টেক্সটাইল শিক্ষণে প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পুরাতন ধ্যান ধারনার পরিবর্তন ঘটিয়ে শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাসী, সৃষ্টিশীল মনন এবং সফল ভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারার যোগ্যতা অর্জনে সার্বিক সহায়তা করা।
৪	সামাজিক এবং সহযোগীতামূলক (Social & Cooperative)	বাংলাদেশের কর্মক্ষেত্র ও অর্থনৈতিক জীবন যাত্রায় টেক্সটাইল শিক্ষণের গুরুত্ব ও অবদান কী পরিমাণ রয়েছে তা বুঝতে পারার সক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করা। এই কর্মক্ষেত্রে সামাজিক যে নেতিবাচক প্রভাবগুলো রয়েছে তা উত্তরণের উপায়গুলো আলোচনার মাধ্যমে সচেতন করে তোলা। টেক্সটাইলের নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সহযোগীতামুলক মনোভাব তৈরিতে সহায়তা করা।
৫	উন্নত জীবন যাপন (High life style)	টেক্সটাইল শিক্ষণে মাধ্যমে জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানে সহায়তা করা। দক্ষতায় সম্পদ তাদের অনুধাবন করতে সহায়তা করা। টেক্সটাইলবিদরা উন্নত জীবন যাপন করতে পারলে সামাজিক ভাবে টেক্সটাইল শিক্ষণের গুরত্ব বেড়ে যাবে। যা আমাদের সমষ্টিক অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলবে। দেশ উন্নত হওয়ার সাথে সাথে জীবন যাত্রার মানও উন্নত হবে।

তালিকা ছক: ৩.২.৩ (শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য)

সারসংক্ষেপ:

পোশাক শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত সকল মাধ্যমগুলোর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের দক্ষতা অর্জনের জন্য মানসম্মত শিক্ষাক্রম তৈরি করা প্রয়োজন। যা টেক্সটাইল শিক্ষণে পড়ুয়া সকল শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত মানের দক্ষতায় উন্নীত করবে।

টেক্সটাইল শিক্ষাক্রমের দুই ধরণের উদ্দেশ্য নির্ধারন করা যায়। যথা- ১. মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ ২. আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ। মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মানসম্মত কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ। টেক্সটাইল প্রযুক্তিতে দক্ষ জনবল সৃষ্টি। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চতর স্তরে (Tertiary Level) টেক্সটাইল, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি শিক্ষার শিক্ষাক্ষেত্রে ন্যায্যতা ও সমতা (equity & equality) নিশ্চিতকরণ। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধন ইত্যাদি। আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন। দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। ব্যক্তিক ও কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন। তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা। টেক্সটাইল শিক্ষায় দক্ষ জনসম্পদ সৃষ্টি করে উদ্যোক্তা তৈরি করা ইত্যাদি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে ক্রমবর্ধমান নতুন নতুন প্রযুক্তির নির্ভরশীলতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে মাধ্যমিক পর্যায়ে টেক্সটাইল শিক্ষণ শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য হল বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের টেক্সটাইল প্রযুক্তি বিষয়ক জ্ঞান, দক্ষতা ও সৃজনশীলতা মাধ্যমে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য মানব সম্পদ তৈরি করা। পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষা নিয়ে সামাজিক সচেতনতা, মূল্যবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে সহায়তা করা, যাতে তারা সাফল্যের সাথে উচ্চ শিক্ষা এবং কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে। টেক্সটাইল শিক্ষণ শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চিন্তন (Intellectual) যা শিক্ষার্থীর টেক্সটাইল শিক্ষণের এর বিকাশ, বিভিন্ন ক্ষেত্র, প্রক্রিয়া ও পরিবেশ বিষয়ে জানার সক্ষমতার বিকাশ সাধন করা। দ্বিতীয়ত ব্যক্তিক (Personel) যা শিক্ষার্থীর টেক্সটাইল শিক্ষণে প্রযুক্তির নির্ভরশীলতার বর্তমান প্রক্ষাপটে সামাজিক পরিবর্তনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ সাধন করা। তৃতীয়ত হচ্ছে যোগাযোগ (Communication) যা শিক্ষার্থীদেরকে টেক্সটাইল শিক্ষণে প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পুরাতন ধ্যান ধারনার পরিবর্তন ঘটিয়ে শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাসী, সৃষ্টিশীল মনন এবং সফল ভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারার যোগ্যতা অর্জনে সার্বিক সহায়তা করবে। চতুর্থত সামাজিক এবং সহযোগীতামূলক (Social & Cooperative) যা শিক্ষার্থীকে বাংলাদেশের কর্মক্ষেত্র ও অর্থনৈতিক জীবন যাত্রায় টেক্সটাইল শিক্ষণের গুরুত্ব ও অবদান কী পরিমাণ রয়েছে তা বুঝতে পারার সক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করা। পঞ্চমত উন্নত জীবন যাপন (High life style) যা শিক্ষার্থীদের কর্মজীবনে টেক্সটাইল শিক্ষণে মাধ্যমে জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানে সহায়তা করবে।

মূল্যায়ন:

১. টেক্সটাইল শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী? ২. টেক্সটাইল শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কেমন হওয়া উচিত? ৩. শিক্ষাক্রম টেক্সটাইল শিক্ষণে কী ভূমিকা রাখতে রাখে? ৪. শিক্ষায় টেক্সটাইল শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উল্লেখ করুন।	**উত্তর:** ---------- ---------- ----------

পরবর্তী অধিবেশনের প্রস্তুতি:

আমরা "**মাধ্যমিক স্তরের টেক্সটাইল শিক্ষাক্রমের শিখনফল ও পাঠ পরিসর**" নিয়ে আলোচনা করবো।

তথ্য সূত্র:

1. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম: http://bitly.ws/9YeZ
2. কারিগরি শিক্ষা আইন-২০১৮: http://bitly.ws/9Yf9
3. এনসিটিবি: http://bitly.ws/9Yft এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম নবম-দশম শ্রেণির সকল ট্রেড বই সমূহ।
৪. http://www.ebookbou.edu.bd/Books/Text/SOE/MEd/edm_1403/Unit-04.pdf
৫. http://www.ebookbou.edu.bd/Books/Text/SOE/MEd/edm_1404/Unit-06.pdf

মাধ্যমিক স্তরের টেক্সটাইল শিক্ষাক্রমের শিখনফল ও পাঠ পরিসর

ভূমিকা

১৯৯৫ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ে এসএসসি ভোকেশনাল কোর্স প্রবর্তনের সাথে সাথে টেক্সটাইল শিক্ষাক্রমের কয়েকটি ট্রেড কোর্স চালু করা হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ট্রেড কোর্স হচ্ছে ড্রেস মেকিং, উইভিং, নিটিং এবং ডাইং, প্রিন্টিং এন্ড ফিনিশিং। প্রতিটি ট্রেড কোর্সই সতন্ত্র ভাবে পরিচালিত হচ্ছে। ট্রেডগুলো থেকে যে কোন একটি ট্রেড কোর্স নিয়ে নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ সমাপন করতে হয়। প্রতিটি কোর্স টেক্সটাইল বিষয়ে কর্মক্ষেত্রের জন্য আদর্শ। কেননা যেকোন একটি কোর্স ভাল ভাবে সুসম্পন্ন করতে পারলে সহজে একজন উদ্যোক্তা হওয়া যায়। যা আমাদের দেশে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। মাধ্যমিক স্তরে যেকোন একটি ট্রেড কোর্স সম্পন্ন করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে, এই বিষয়টি মাথায় রেখে ট্রেড কোর্সগুলোর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমান অধিবেশনে বিষয় কাঠামোর শিখন ফল ও পাঠ পরিসর সমন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- মাধ্যমিক স্তরে টেক্সটাইল শিক্ষণের প্রতিটি বিষয়ের অধ্যায় ভিত্তিক শিখন ফল চিহ্নিত করতে পারবেন।
- প্রতিটি অধ্যায়ের পাঠ পরিসর বর্ণনা করতে পারবেন।
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার কাঠামো সম্পর্কে বলতে পারবেন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ:

- চার্ট, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন;
- পাঠ পরিকল্পনা;
- কারিগরি ওয়েব সাইটের: www.bteb.gov.bd; http://www.techedu.gov.bd/
- কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগ: http://bitly.ws/9Yhe (শিক্ষা কাঠামো)

পর্ব-ক: সার্বিক শিখনফল

এ অধিবেশন এর পাঠে অগ্রসর হওয়ার জন্য আপনাকে NCTB প্রণীত চারটি কোর্সের মধ্যে একটি কোর্স নিয়ে আলোচনা করবো। একটি কোর্স পারলে বাকীগুলো একইভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন। মাধ্যমিক স্তরে এসএসসি ভোকেশনাল শিক্ষাক্রমে ড্রেস মেকিং কোর্সটি নিয়ে আলোচনা করবো। ড্রেস মেকিং ট্রেড কোর্সটি ড্রেস মেকিং-১ এবং ড্রেস মেকিং-২ নামে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত হয়ে আসছে। কোর্সগুলোর মধ্যে নবম শ্রেণির জন্য ড্রেস মেকিং-১ (প্রথম পত্র) ও ড্রেস মেকিং-২ (প্রথম পত্র) এবং দশম শ্রেণির জন্য মেকিং-১ (দ্বিতীয় পত্র) ও ড্রেস মেকিং-২ (দ্বিতীয় পত্র) নামে নির্ধারণ করা হয়েছে।

আপনাদের সুবিধার্থে এনসিটিবি মুদ্রিত পাঠ্যসূচি হতে “ড্রেস মেকিং-১ (প্রথম পত্র)” বই এর অধ্যায় অনুযায়ী শিখন ফল ছক আকারে প্রকাশ করা হল-

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	শিক্ষন ফল	পিরিয়ড সংখ্যা
১	পোশাক সম্পর্কে ধারণা	১.১ পোশাকের সংজ্ঞা লিখতে পারবে; ১.২ পোশাকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বর্ণনা করতে পারবে; ১.৩ পোশাকের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবে।	২
২	পোশাকের শ্রেণিবিন্যাস	২.১ পোশাকের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবে; ২.২ পুরুষের পোশাকের শ্রেণি বিন্যাস করতে পারবে; ২.৩ মহিলাদের পোশাকের শ্রেণি বিন্যাস করতে পারবে; ২.৪ পুরুষ ও মহিলাদের পোশাকের পার্থক্য করতে পারবে; ২.৫ শিশুদের পোশাকের শ্রেণি বিন্যাস করতে পারবে; ২.৬ শীত ও গরমের পোশাকের পার্থক্য করতে পারবে।	২
৩	পোশাক তৈরির প্রয়োজনীয় কাঁচামাল	৩.১ পোশাকের কাচাঁমালের সংজ্ঞা লিখতে পারবে; ৩.২ পোশাকের কাচঁমালের প্রকারভেদ বলতে পারবে; ৩.৩ পোশাকের প্রধান কাঁচামালের বর্ণনা করতে পারবে; ৩.৪ পোশাকের আনুষঙ্গিক কাঁচামালের বর্ণনা করতে পারবে।	৩
৪	বস্ত্রের বয়ন	৪.১ বস্ত্রের বয়ন এর সংজ্ঞা বলতে পারবে; ৪.২ বস্ত্রের বয়নের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবে; ৪.৩ বস্ত্রের গঠন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে; ৪.৪ ওভেন ও নীট কাপড়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে; ৪.৫ বিভিন্ন রকম কাপড়ের নাম ও ব্যবহার বলতে পারবে।	৫
৫	সেলাই সূতা	৫.১ সেলাই সূতার সংজ্ঞা লিখতে পারবে; ৫.২ সেলাই সুতার প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবে; ৫.৩ সেলাই সুতার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে; ৫.৪ বিভিন্ন রকম সেলাই কাউন্ট বর্ণনা করতে পারবে; ৫.৫ সেলাই সুতার কাউন্ট বর্ণনা করতে পারবে।	৪
৬	পোশাক শিল্প কারখানায় পোশাক তৈরি	৬.১ টেইলারিং পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে; ৬.২ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পদ্ধতির বর্ণনা করতে পারবে; ৬.৩ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও টেইলারিং পদ্ধতির পার্থক্য করতে পারবে; ৬.৪ বিভিন্ন পোশাকের প্রয়োজনীয় মাপের নাম বলতে পারবে।	৩
৭	মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের মাপ নেয়ার পদ্ধতি	৭.১ পোশাক তৈরির প্রয়োজনীয় মাপের তালিকা করতে পারবে; ৭.২ পোশাক তৈরির প্রয়োজনীয় মাপ গ্রহন করতে পারবে; ৭.৩ পোশাক তৈরির প্রয়োজনীয় মাপ সম্পর্কে জ্ঞাত হবে।	৩
৮	পোশাকের প্যাটার্ন	৮.১ পোশাকের প্যাটার্নের সংজ্ঞা বলতে পারবে; ৮.২ প্যাটার্ন তৈরির প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবে; ৮.৩ প্যাটার্ন তৈরির প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির তালিকা করতে পারবে;	৩

		৮.৪ পেটিকোটের প্যাটার্ন তৈরির নিয়ম বলতে পারবে; ৮.৫ ইজার প্যান্টের প্যাটার্ন তৈরির নিয়ম বলতে পারবে; ৮.৬ সেলোয়ারের প্যাটার্ন তৈরির নিয়ম বলতে পারবে; ৮.৭ কামিজের প্যাটার্ন তৈরির নিয়ম বলতে পারবে; ৮.৮ ব্লাউজের প্যাটার্ন তৈরির নিয়ম বলতে পারবে।	
৯	পোশাকের কম্পোনেন্ট	৯.১ পেটিকোটের বিভিন্ন কম্পোনেন্ট সম্পর্ক বলতে পারবে; ৯.২ ইজার প্যান্ট এর বিভিন্ন কম্পোনেন্ট সম্পর্ক বলতে পারবে; ৯.৩ সেলোয়ারের বিভিন্ন কম্পোনেন্ট সম্পর্ক বলতে পারবে; ৯.৪ কামিজের বিভিন্ন কম্পোনেন্ট সম্পর্ক বলতে পারবে; ৯.৫ ব্লাউজের বিভিন্ন কম্পোনেন্ট সম্পর্ক বলতে পারবে।	৫

তালিকা ছক: ৩.৩.১ (তাত্ত্বিক শিখনফল)

পর্ব-খ: ব্যবহারিক অংশের শিখনফল সনাক্তকরণ

এই পর্বে আপনাকে জানতে হবে যে, ড্রেস মেকিং বিষয়ক ব্যবহারিক ক্লাস করতে গেলে অবশ্যই একটি সুসজ্জিত টেইলারিং ল্যাব থাকতে হবে। ল্যাবের এমন ভাবে সাজাতে হবে যেন প্রতি শিক্ষার্থী একটি সেলাই মেশিনে এককভাবে বসতে পারে। মেশিনের স্বল্পতার জন্য প্রয়োজনে গ্রুপ করে নেয়া যেতে পারে। পাঠ্যসূচি মোতাবেক ন্যূনতম ৮০টি ব্যবহারিক ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে। প্রতি ক্লাসের ব্যপ্তি হবে ৮০মিনিট। মাধ্যমিক পর্যায়ের ভোকেশনাল শিক্ষার্থীরা প্রতি বিষয়ের জন্য একটি করে ব্যবহারিক খাতায় কাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ করবে এবং শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষার আগেই এই খাতা মূল্যায়ন করে জমা দিতে হবে।

ব্যবহারিক অংশে মোট ৮টি অধ্যায় রয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ে অনুশীলনী আকারে কাজের বর্ণনা রয়েছে। পাঠ্যসূচি অনুসারে ব্যবহারিক ক্লাস বন্টন নিম্নরূপ-

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	শিক্ষন ফল	পিরিয়ড সংখ্যা
১	কাপড় নির্বাচন কাজে দক্ষতা অর্জন	১.১ কাপড়ের ফেস সাইড/ উপরের দিক নির্ণয় করতে পারবে; ১.২ কাপড়ের ব্যাক সাইড/ নিচের দিক নির্ণয় করতে পারবে; ১.৩ কাপড়ের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় করতে পারবে; ১.৪ কাপড়ের টানা পড়েন নির্ণয় করতে পারবে।	২
২	বিভিন্ন ধরনের রেখা ও ক্ষেত্র বরাবর সূতা ছাড়া সেলাই করার দক্ষতা অর্জন	২.১ মেশিনে সঠিকভাবে বসা অনুশীলন করতে পারবে; ২.২ সরল রেখা কাগজে অংকন করে সূতা ছাড়া সেলাই করবে; ২.৩ বক্র রেখা কাগজে অংকন করে সূতা ছাড়া সেলাই করবে; ২.৪ গোলাক চিত্র কাগজে অংকন করে সূতা ছাড়া সেলাই করবে; ২.৫ ত্রিভুজ ও চতুর্ভূজ অংকন করে সূতা ছাড়া সেলাই করবে।	২০
৩	প্যাটার্ন প্রস্তুতের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন	৩.১ প্যাটার্ন প্রস্তুতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি চিহ্নিত করতে পারবে; ৩.২ প্যাটার্ন প্রস্তুতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারবে।	২

৪	মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মাপসহ ছবি অংকনের দক্ষতা অর্জন	৪.১ পোশাকের জন্য মানব দেহের মাপ চিহ্নিত করতে পারবে; ৪.২ পোশাক তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় মাপগুলো নিতে পারবে; ৪.৩ মানব দেহের মাপের তালিকা প্রস্তুত করতে পারবে।	২
৫	মানবদেহ থেকে মাপ নেয়ার দক্ষতা অর্জন	৫.১ পেটিকোটের মাপ নিতে পারবে; ৫.২ ইজার প্যান্টের মাপ নিতে পারবে; ৫.৩ সেলোয়ারের মাপ নিতে পারবে; ৫.৪ কামিজের মাপ নিতে পারবে; ৫.৫ ব্লাউজের মাপ নিতে পারবে।	৫
৬	পোশাকের প্যাটার্ন কাটার দক্ষতা অর্জন	৬.১ পেটিকোটের প্যাটার্ন কাটতে পারবে; ৬.২ ইজার প্যান্টের প্যাটার্ন কাটতে পারবে; ৬.৩ সেলোয়ারের প্যাটার্ন কাটতে পারবে; ৬.৪ কামিজের প্যাটার্ন কাটতে পারবে; ৬.৫ ব্লাউজের প্যাটার্ন কাটতে পারবে।	৩৫
৭	পোশাকের বিভিন্ন কম্পোনেন্ট সনাক্তকরণ	৭.১ পেটিকোটের কম্পোনেন্ট সনাক্ত করতে পারবে; ৭.২ ইজার প্যান্টের কম্পোনেন্ট সনাক্ত করতে পারবে; ৭.৩ সেলোয়ারের কম্পোনেন্ট সনাক্ত করতে পারবে; ৭.৪ কামিজের কম্পোনেন্ট সনাক্ত করতে পারবে; ৭.৫ ব্লাউজের কম্পোনেন্ট সনাক্ত করতে পারবে।	৫

তালিকা ছক: ৩.৩.২ (ব্যবহারিক শিখনফল)

পর্ব-গ: প্রতিটি অধ্যায়ের পাঠ পরিসর

ছক ৩.৩.১ অনুসারে প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর পরিসর দেখানো হলো-

অধ্যায়	অধ্যায় শিরোনাম	বিষয়বস্তু	পিরিয়ড সংখ্যা
১	পোশাক সম্পর্কে ধারণা	পোশাকের সংজ্ঞা, পোশাকের উৎপত্তি, পোশাকের ক্রমবিকাশ, পোশাকের প্রয়োজনীয়তা।	২
২	পোশাকের শ্রেণিবিন্যাস	পোশাকের প্রকারভেদ, পুরুষের পোশাকের শ্রেণি বিন্যাস, মহিলাদের পোশাকের শ্রেণি বিন্যাস, পুরুষ ও মহিলাদের পোশাকের পার্থক্য, শিশুদের পোশাকের শ্রেণি বিন্যাস, শীত ও গরমের পোশাকের পার্থক্য।	২
৩	পোশাক তৈরির প্রয়োজনীয় কাঁচামাল	পোশাকের কাঁচামালের সংজ্ঞা, পোশাকের কাঁচামালের প্রকারভেদ, পোশাকের প্রধান কাঁচামালের বর্ণনা, পোশাকের আনুষঙ্গিক কাঁচামালের বর্ণনা।	৩
৪	বস্ত্রের বয়ন	বস্ত্রের বয়নের সংজ্ঞা, বস্ত্রের বয়নের প্রকারভেদ, ওভেন ও নিট কাপড়ের মধ্যে পার্থক্য, বিভিন্ন রকম কাপড়ের নাম ও ব্যবহার।	৫

৫	সেলাই সূতা	সেলাই সুতার সংজ্ঞা, সেলাই সুতার প্রকারভেদ, সেলাই সুতার বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন রকম সেলাই সুতার বর্ণনা, সেলাই সুতার কাউন্ট।	৪
৬	পোশাক শিল্প কারখানায় পোশাক তৈরি	টেইলারিং পদ্ধতির বর্ণনা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পদ্ধতির বর্ণনা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পদ্ধতি ও টেইলারিং পদ্ধতির পার্থক্য, বিভিন্ন পোশাকের প্রয়োজনীয় মাপের নাম।	৩
৭	মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের মাপ নেয়ার পদ্ধতি	পোশাক তৈরির জন্য মানব দেহের প্রয়োজনীয় মাপের তালিকা, পোশাক তৈরির জন্য মানব দেহের বিভিন্ন অংঙ্গের মাপ গ্রহণ।	৩
৮	পোশাকের প্যাটার্ন	পোশাকের প্যাটার্ন এর সংজ্ঞা, প্যাটার্ন তৈরির প্রকারভেদ, পোশাকের প্যাটার্ন তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির তালিকা, পোশাকের প্যাটার্ন তৈরি করার নিয়ম (পেটিকোট, ইজার প্যান্ট, ব্লাউজ, পায়জামা, কামিজ, সেলোয়ার, টি-শার্ট)	৩
৯	পোশাকের কম্পোনেন্ট	পেটিকোটের বিভিন্ন কম্পোনেন্ট, ইজার প্যান্ট এর বিভিন্ন কম্পোনেন্ট, কামিজের বিভিন্ন কম্পোনেন্ট, সেলোয়ারের বিভিন্ন কম্পোনেন্ট, ব্লাউজের বিভিন্ন কম্পোনেন্ট, টি-শার্টের বিভিন্ন কম্পোনেন্ট, শার্টের বিভিন্ন কম্পোনেন্ট।	৫

তালিকা ছক: ৩.৩.৩ (বিষয়বস্তুর পরিসর)

মূল শিখনীয় বিষয়

মাধ্যমিক স্তরের টেক্সটাইল শিক্ষাক্রমের শিখনফল ও পাঠ পরিসর

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার কাঠামো

বাংলাদেশের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষাকে কয়েকটি ধাপে ভাগ করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষায় রয়েছে এসএসসি (ভোকেশনাল), এইচএসসি (বিএম), ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের পরিসর ০২ বছর, এইচএসসি (বিএম) এর পরিসর ০২ বছর, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং এর পরিসর ০৪ বছর, বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং এর পরিসর ০৪ বছর। এমএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং এর পরিসর ০১ বছর। এছাড়া কারিগরি শিক্ষার আওতায় উচ্চ শিক্ষা, উচ্চ মাধ্যমিকের পর থেকে শুরু হয়। প্রকৌশলী, ব্যবসা, এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি হলো কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রধান ক্ষেত্র।

শিক্ষার বিভিন্ন ধারা

কারিগরি ও মাদ্‌রাসা এ দুই প্রধান ধারায় পরিচালিত। কারিগরি ও মাদ্‌রাসা এ ২টি ধারায় পরিচালিত। । মাদ্‌রাসা এবং টেকনোলজি শিক্ষা। টেকনোলজি শিক্ষার মধ্যে কৃষি, ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল, টেক্সটাইল, লেদার এবং আইসিটি অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ শিক্ষার মত মাদ্‌রাসা শিক্ষায়ও প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যসূচিতে একই ধরনের বিষয় পড়ানো হয় তবে ধর্মীয় শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

নিম্ন লিখিত প্রতিষ্ঠা সমূহের মাধ্যমে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার কাঠামো বাস্তবায়িত হয়-

শিক্ষা ব্যবস্থাপনা

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ বাংলাদেশে শিক্ষা সংক্রান্ত সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করে থাকেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি, কর্মপরিকল্পনা ও কর্মসূচি (প্রাথমিক শিক্ষা স্তর পরবর্তী উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরি, মাদরাসা ও উচ্চ শিক্ষা), প্রণয়ন, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন করে থাকে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও পরিদর্শন কার্যাদি সম্পন্ন করে থাকেন।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

অধিদপ্তর প্রধান মহাপরিচালক পলিটেকনিক, মনোটেকনিক ও এ ধরণের কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এই অধিদপ্তরের অধীন বিভাগীয় পরিদর্শন কার্যালয় রয়েছে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

এই বোর্ড বিভিন্ন ট্রেড কোর্স থেকে থেকে শুরু করে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পর্যন্ত সকল পরীক্ষা অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এছাড়াও বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ভোকেশনাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার তদারকির দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

সেসিপ (সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম)

শিক্ষানীত-২০১০ আলোকে সাধারণ শিক্ষা ধারায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক কোর্স (প্রি-ভোকেশনাল ও ভোকেশনাল) চালু করার লক্ষ্যে ২০১৮ সালে সেসিপ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতি জেলায় ১০টি করে ৬৪ জেলায় মোট ৬৪০টি প্রতিষ্ঠানের সাধারণ ধারার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অবকাঠামো নির্মাণ ও শিক্ষার কার্যক্রম চালু এবং এনটিআরসিএ এর মাধ্যমে শিক্ষা নিয়োগ প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন করেছেন। যাতে সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এসিডিপি) সার্বিক সহায়তা করছে।

একজন শিক্ষার্থী কর্ম দক্ষতা অর্জনের সাথে সাথে নিম্নের দক্ষতাগুলো অর্জন করতে হবে।

লাইফ স্কিল ডেভলপমেন্টের জন্য ধারাবাহিক চর্চা-

৮	**৮.১**	**কথোপকথন/আলাপচারিতায় দক্ষতা অর্জন করতে পারবে**	১
	৮.১.১	আজকের বাজার দর সম্পর্কে আলাপচারিতায় দক্ষতা অর্জন করবে;	
	৮.১.২	উৎসব নিয়ে আলোচনা: ঈদ, দুর্গাপুজা, বড়দিন, প্রাবরণা ইত্যাদি উৎসব নিয়ে আলাপচারিতায় দক্ষতা অর্জন করবে;	
	৮.১.৩	জাতীয় দিবস: ২৬ শে মার্চ, ১৬ ই ডিসেম্বর, মাতৃভাষা দিবস এসকল জাতীয় দিবস নিয়ে আলাপচারিতায় দক্ষতা অর্জন করবে;	
	৮.১.৪	শুভ সংবাদ প্রাপ্তিতে আনন্দ প্রকাশ ও মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান করতে সক্ষম হবে;	
	৮.১.৫	দর্শণীয় স্থানসমূহ পরিদর্শন নিয়ে আলোচনার দক্ষতা অর্জন করবে;	
	৮.১.৬	জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ এবং তা বর্ণনা করতে সক্ষম হবে।	
	৮.২	**মোখিক স্বীকৃতি আদান-প্রদানে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে**	১
	৮.২.১	বেশভূষা সম্পর্কে মৌখিক স্বীকৃতি আদান-প্রদানে সক্ষম হবে;	
	৮.২.২	কোন কাজ সম্পর্কে মৌখিক স্বীকৃতি প্রদানে সক্ষম হবে;	
	৮.২.৩	ভালো ফলাফলের জন্য আনন্দ প্রকাশ ও মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান করতে সক্ষম হবে;	
	৮.২.৪	শুভ সংবাদ আনন্দ প্রকাশ ও মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান করতে সক্ষম হবে।	
	৮.৩	**টেলিফোন আলাপচারিতায় দক্ষতা অর্জন করতে পারবে**	১
	৮.৩.১	টেলিফোন ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করবে;	
	৮.৩.২	টেলিফোন ব্যবহারে শিষ্টাচার প্রকাশে দক্ষতা অর্জন করবে;	
	৮.৩.৩	টেলিফোন মাধ্যমে সংবাদ আদান-প্রদানে দক্ষতা অর্জন করবে;	
	৮.৩.৪	মূল বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বলার দক্ষতা অর্জন করবে;	
	৮.৩.৫	যথোপোযুক্ত কথোপকথনে অভ্যস্থ হবে।	
	৮.৪	**পোশাক সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে**	১
	৮.৪.১	রুচিশীল পোশাক নির্বাচনে সক্ষমতা অর্জন করবে;	
	৮.৪.২	স্বাস্থ্য সম্মত পোশাক নির্বাচনে সক্ষমতা অর্জন করবে;	
	৮.৪.৩	বিশেষ দিনের পোশাক নির্বাচনে সক্ষমতা অর্জন করবে;	
	৮.৪.৪	পোশাক নির্বাচনে সক্ষমতা অর্জন করবে।	
	৮.৫	**নিরাপত্তা অনুশীলনে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে**	২
	৮.৫.১	ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন হবে;	
	৮.৫.২	কার্যক্ষেত্রে নিরাপত্তা অভ্যাস গড়ে তুলতে সক্ষম হবে;	
	৮.৫.৩	চলাচলে নিরাপত্তা অভ্যাস গড়ে তুলতে সক্ষম হবে;	
	৮.৫.৪	নিরাপত্তার সাথে যন্ত্রপাতি চালাতে অভ্যাস্থ হবে;	
	৮.৫.৫	অগ্নি নির্বাপক ও অন্যান্য নিরাপত্তা যন্ত্রের ব্যবহারে দক্ষ হবে।	
	৮..৬	**স্বাস্থ্য সচেতনতা অবল্বনে সক্ষম হবে**	২
	৮.৬.১	স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হবে;	
	৮.৬.২	স্বাস্থ্যকর পানিয় ও খাবার নির্বাচন করতে সক্ষম হবে;	

	৮.৬.৩	স্বাস্থ্যকর পোশাক নির্বাচন করতে পারবে;	
	৮.৬.৪	স্বাস্থ্য ও শরীর চর্চা অভ্যস্থ হবে;	
	৮.৬.৫	জরুরী অবস্থায় (বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, ভূকম্পন) স্বাস্থ্য সচেতনতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।	
	8.7	**Skill in Communicative English**	১
	8.7.1	Get Information & Finding one's way. One about Tools and Equipments;	
	8.7.2	About meeting some one & participating in class;	
	8.7.3	Speak English- Daily Activities & Asking about activities;	
	8.7.4	Even activities and about theoretical contents;	
	8.7.5	Meet at the train station & asking questions at the train station;	
	8.7.6	Speak English- Meeting at the airport & getting information at the airports;	
	8.7.7	About different type of measuring tools and cutting tools.	

ছক: ৩.৩.৪ (লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট)

জব তালিকা

১. সুইং মেশিন ব্যবহারিক অনুশীলন (সোজা সেলাই, বক্র সেলাই, গোলক, ত্রিভূজ ও চতুর্ভূজ সেলাই) ইত্যাদি।
২. পেটিকোটের প্রত্যেক অংশের প্যাটার্ন প্রস্তুত পূর্বক কাপড় কর্তন ও সেলাই করণ।
৩. ইজার প্যান্টের প্রত্যেক অংশের প্যাটার্ন প্রস্তুত পূর্বক কাপড় কর্তন ও সেলাই করণ।
৪. কামিজের প্রত্যেক অংশের প্যাটার্ন প্রস্তুত পূর্বক কাপড় কর্তন ও সেলাই করণ।
৫. সেলোয়ারের প্রত্যেক অংশের প্যাটার্ন প্রস্তুত পূর্বক কাপড় কর্তন ও সেলাই করণ।
৬. ব্লাউজের প্রত্যেক অংশের প্যাটার্ন প্রস্তুত পূর্বক কাপড় কর্তন ও সেলাই করণ।

শিক্ষার্থীদের উপরের জব গুলোর দক্ষতা অর্জনের সাথে সাথে ধারাবাহিক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করবে। শতভাগ দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীরা সচেষ্ট হবে। প্রশিক্ষক/শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাজের উপর ভিত্তি করে যথাযথ মূল্যায়ণ করবেন এবং দূর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে তা বাস্তবায়নে সঠিক দিক নির্দেশনা দিবেন। এইভাবে টেক্সটাইল এর অন্তর্ভূক্ত অন্যান্য বিষয়ের ব্যবহারিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

সারসংক্ষেপ:

১৯৯৫ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ে এসএসসি ভোকেশনাল কোর্স প্রবর্তনের সাথে সাথে টেক্সটাইল শিক্ষাক্রমের কয়েকটি ট্রেড কোর্স চালু করা হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ট্রেড কোর্স হচ্ছে ড্রেস মেকিং, উইভিং, নিটিং এবং ডাইং, প্রিন্টিং এন্ড ফিনিশিং। প্রতিটি ট্রেড কোর্সই সতন্ত্র ভাবে পরিচালিত হচ্ছে। ট্রেডগুলো থেকে যে কোন একটি ট্রেড কোর্স নিয়ে নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ সমাপন করতে হয়। প্রতিটি কোর্স টেক্সটাইল বিষয়ে কর্মক্ষেত্রের জন্য আদর্শ। কেননা যেকোন একটি কোর্স ভাল ভাবে সুসম্পন্ন করতে পারলে সহজে একজন উদ্যোক্তা হওয়া যায়। যা আমাদের দেশে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। উল্লেখিত ট্রেড কোর্স সমূহ হতে একটি কোর্স পারলে বাকীগুলো একইভাবে সম্পন্ন করা যাবে। মাধ্যমিক স্তরে এসএসসি ভোকেশনাল শিক্ষাক্রমে ড্রেস মেকিং কোর্সটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ড্রেস মেকিং ট্রেড কোর্সটি ড্রেস মেকিং-১ এবং ড্রেস মেকিং-২ নামে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত হয়ে আসছে। কোর্সগুলোর মধ্যে নবম শ্রেণির জন্য ড্রেস মেকিং-১ (প্রথম পত্র) ও ড্রেস মেকিং-২ (প্রথম পত্র) এবং দশম শ্রেণির জন্য

মেকিং-১ (দ্বিতীয় পত্র) ও ড্রেস মেকিং-২ (দ্বিতীয় পত্র) নামে নির্ধারণ করা হয়েছে। ড্রেস মেকিং বিষয়ক ব্যবহারিক ক্লাস করতে গেলে অবশ্যই একটি সুসজ্জিত টেইলারিং ল্যাব থাকতে হবে। ল্যাবের এমন ভাবে সাজাতে হবে যেন প্রতি শিক্ষার্থী একটি সেলাই মেশিনে এককভাবে বসতে পারে। মেশিনের স্বল্পতার জন্য প্রয়োজনে গ্রুপ করে নেয়া যেতে পারে। পাঠ্যসূচি মোতাবেক ন্যূনতম ৮০টি ব্যবহারিক ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে। প্রতি ক্লাসের ব্যাপ্তি হবে ৮০মিনিট। ব্যবহারিক অংশে মোট ৮টি অধ্যায় রয়েছে। বাংলাদেশের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষাকে কয়েকটি ধাপে ভাগ করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষায় রয়েছে এসএসসি (ভোকেশনাল), এইচএসসি (বিএম), ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের পরিসর ০২ বছর, এইচএসসি (বিএম) এর পরিসর ০২ বছর, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং এর পরিসর ০৪ বছর, বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং এর পরিসর ০৪ বছর। এমএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং এর পরিসর ০১ বছর। এছাড়া কারিগরি শিক্ষার আওতায় উচ্চ শিক্ষা, উচ্চ মাধ্যমিকের পর থেকে শুরু হয়। মাধ্যমিক পর্যায়ে কারিগরি ও মাদ্‌রাসা এ দুই প্রধান ধারায় এসএসসি ভোকেশনাল শিক্ষক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কারিগরি ও মাদ্‌রাসা এ ২টি ধারায় পরিচালিত মাদ্‌রাসা এবং টেকনোলজি শিক্ষা। টেকনোলজি শিক্ষার মধ্যে কৃষি, ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল, টেক্সটাইল, লেদার এবং আইসিটি অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ শিক্ষার মত মাদ্‌রাসা শিক্ষায়ও প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যসূচিতে একই ধরনের বিষয় পড়ানো হয় তবে ধর্মীয় শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ বাংলাদেশে শিক্ষা সংক্রান্ত সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করে থাকেন। **শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগ কারিগরি শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কারিগরি শিক্ষা বিষয়ের সকল নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনায় ভূমিকা পালন করছেন।**

মূল্যায়ন:

১. তাত্ত্বিক শিখনফল বাস্তবায়নে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে উল্লেখ করুন? ২. ব্যবহারিক শিখনফল বাস্তবায়নে কি কি পদক্ষেপ নিতে হবে? ৩. শিক্ষায় টেক্সটাইল শিক্ষণের পাঠ পরিসর উল্লেখ করুন। ৪. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার কাঠামো বর্ণনা করুন। ৫. একজন শিক্ষার্থী লাইফ স্কিল ডেভলপমেন্টের জন্য ধারাবাহিক ভাবে কি কি চর্চা করবে?	**উত্তর:** ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

পরবর্তী অধিবেশনের প্রস্তুতি:

আমরা **"পাঠ্যক্রম উন্নয়নে সাধারণ নীতিগুলির প্রয়োগ ও জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োগ"** নিয়ে আলোচনা করবো।

তথ্য সূত্র:

1. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম: http://bitly.ws/9YeZ
2. কারিগরি শিক্ষা আইন-২০১৮: http://bitly.ws/9Yf9
3. এনসিটিবি: http://bitly.ws/9Yft এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম নবম-দশম শ্রেণির সকল ট্রেড বই সমূহ।
৪. http://www.ebookbou.edu.bd/Books/Text/SOE/MEd/edm_1403/Unit-04.pdf
৫. http://www.ebookbou.edu.bd/Books/Text/SOE/MEd/edm_1404/Unit-06.pdf
6. Link: http://www.ebookbou.edu.bd/Books/Text/SOE/BEd/edbn1314/Unit-07.pdf (01-09-2020)

পাঠ্যক্রম উন্নয়নে সাধারণ নীতিগুলির প্রয়োগ ও জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োগ

ভূমিকা

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়নে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বিধৃত সংশ্লিষ্ট নির্দেশনাসমূহ বিবেচনায় রাখা হয়েছে। জাতিসংঘ শিশু অধিকার কনভেনশন, যেখানে প্রত্যেক সদস্য দেশে সকল শিশু শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার তাগিদ রয়েছে, সেটিও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য মানবতার বিকাশ এবং জনমূখী উন্নয়ন ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা। পাশাপাশি শিক্ষার মাধ্যমেই জাতিকে পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এই শিক্ষানীতি সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশে গণমূখী, সুলভ, সুষম, সর্বজনীন, সুপরিকল্পিত, বিজ্ঞান মনস্ক এবং মানসম্পন্ন শিক্ষাদানে সক্ষম।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বলতে পারবেন।
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ:

- চার্ট, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন;
- পাঠ পরিকল্পনা;
- কারিগরি ওয়েব সাইটের: www.bteb.gov.bd; http://www.techedu.gov.bd/
- কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগ: http://bitly.ws/9Yhe (শিক্ষা কাঠামো)
- শিক্ষানীতি ২০১০: http://www.ebookbou.edu.bd/Books/Text/OS/HSC/hsc_1862/Unit-10.pdf

পর্ব-ক: শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

দক্ষ জনশক্তি জাতীয় উন্নয়নের একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ফলে বিশ্বব্যাপী উন্নয়নকৌশল ও পদ্ধতি দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। উন্নয়নশীল দেশগুলো আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত অসম ও প্রতিকূল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এই অসম-প্রতিযোগীতায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি ও শ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক এবং তথ্য প্রযুক্তিসহ প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে দ্রুত দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। লক্ষণীয় যে, বর্তমানে গ্রামে কৃষি থেকে শুরু করে যান্ত্রিক নৌকা, যন্ত্রচালিত আখ মাড়াইয়ের মেশিন, রাইচ মিল, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুতায়ন, পাওয়ার লুম, যন্ত্রচালিত তাঁত ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান প্রযুক্তির দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটছে। এগুলোর উন্নতি ছাড়াও তথ্যপ্রযুক্তি (ICT)-র সংযোগ ঘটাতে হবে। দেশের প্রয়োজন ছারাও বিদেশে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা রয়েছে এবং ভবিষ্যতে এই চাহিদা আরো বাড়বে। কাজেই দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রায় দেশের আয় অনেক বৃদ্ধি সম্ভব। অভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক চাহিদা বিবেচনায় রেখে দক্ষ জনশক্তি তৈরির কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

ক্রম	উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য
০১	দেশ ও বিদেশের চাহিদা বিবেচনায় রেখে সকল ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তিসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন সস্তরের মানবসম্পদ দক্ষ জনশক্তির দ্রুত সম্প্রসারণ।
০২	অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগসৃষ্টি ও শ্রমের মর্যাদাবৃদ্ধির লক্ষ্যে এ শিক্ষার মাধ্যমে দ্রুত দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।
০৩	দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির মধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রায় দেশের আয় বৃদ্ধি করা।

তালিকা ছক: ৩.৪.১ (কারিগরি শিক্ষার উলদ্দেশ্য ও লক্ষ্য)

পর্ব-খ: কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার কৌশল

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার কৌশল

ক্রম	কৌশল
০১	দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরের সকল ধারায় প্রাক-বৃত্তিমূলক ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাক্রম চালু করা হবে। প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীকে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাক-বৃত্তিমূলক ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাসহ আট বছর মেয়াদি শিক্ষা অবশ্যই সমাপ্ত করতে হবে।
০২	অষ্টম শ্রেণি সমাপ্ত করার পর অর্থাৎ প্রাথমিক স্তর উত্তীর্ণ একজন শিক্ষর্থী বৃত্তিমূলক/কারিগরি শিক্ষা ধারায় ভর্তি হতে পারবে। এই ধারায় যারা যাবে তারা যেন ধাপে ধাপে তাদের নির্বাচিত কারিগরি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করণ।
০৩	অষ্টম শ্রেণি সমাপ্ত করার পর যারা কোনো মূল ধারায় পড়বে না তারা ছয়মাসের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে জাতীয় দক্ষতামান-১ জনশক্তি হিসেবে পরিচিত হবে। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় নবম, দশম ও দ্বাদশ শ্রেণি সমাপ্ত করে একজন যথাক্রমে জাতীয় দক্ষতামান ২, ৩ ও ৪ অর্জন করতে পারবে।
০৪	অষ্টম শ্রেণি সমাপ্ত করার পর শিল্প-কারখানা এবং উপজেলা ও জেলাপর্যায়ে স্থাপিত সরকারি টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট নিয়েও যথাক্রমে জাতীয় দক্ষতামান ২, ৩ ও ৪ অর্জন করতে পারবে।
০৫	এস.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা এবং জাতীয় দক্ষতামান-৪ এর সনদধারীরা ক্রডিট সমন্বয়ের মাধ্যমে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য ডিপ্লোমা/ বিজনেস ম্যানেজমেন্ট (একাদশ-দ্বাদশ) / ডিপ্লোমা-ইনপ-কমার্স (একাদশ-দ্বাদশ)/ সমমানের কোর্সে ভর্তি হতে পারবে। তবে বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রম থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া।
০৬	কারিগরি ডিপ্লোমা পর্যায়ে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীকে যোগ্যতা যাচাই করে ক্রেডিট সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্নাতক পর্যায়ের উচ্চশিক্ষা কোর্সে (ইঞ্জিনিয়ারিং, টেক্সটাইল, কৃষি ইত্যাদি) ভর্তির সুযোগ দেওয়া।
০৭	বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাতে হবে ১ : ১২।
০৮	কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সকল শিক্ষাক্রমে যথাযথ দক্ষতা অর্জনের বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হবে। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার সকল স্তরের শিক্ষাক্রমে কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর্ভূক্ত করা।
০৯	১৯৬২ সালের শিক্ষানবিশি আইনকে যুগোপযোগী করে দেশে ব্যাপক ভিত্তিতে শিক্ষানবিশ (অ্যাপ্রেনটিসশিপ) কার্যক্রমের প্রবর্তন করণ।
১০	প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় অংশগ্রহণের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া।

১১	সর্বস্তরের সকল শিক্ষকের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে শিল্প কারখানায় বাস্তব প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সকল বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ভিটিটিআই ও টিটিটিসি-র আসন এবং প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ।
১২	বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার জন্য বাংলা ভাষায় পর্যাপ্ত মানসম্মত পুস্তক প্রণয়ন, অনুবাদ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করণ।
১৩	বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলায় একটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে। এছাড়া পরিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, লেদার ইনস্টিটিউটসহ এ ধরণের অন্যান্য ইনস্টিটিউটের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।
১৪	মাধিমিক স্কুল/বৃত্তিমূলক কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদিতে কারিগরি শিল্প, কৃষি, ব্যবসা-বানিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
১৫	কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সুসংহত করার জন্য দেশের সমস্ত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হবে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডকে অধিকতর শক্তিশালী করা হবে এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান ও জনবলের ব্যবস্থা করা।
১৬	কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা খাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরকারি বাজেট বরাদ্দ দেওয়া ব্যবস্থা করণ।
১৭	কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ঘাটতি পূরণের জন্য যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া।
১৮	নতুন নতুন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে এবং সেগুলোর ব্যবস্থাপনা পর্যায়ক্রমে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ ব্যবস্থা অনুসরণ করা হবে। তবে এগুলোতে অস্বচ্ছল পরিবারের ছেলে-মেয়েদের স্বল্প ব্যয়ে পড়ার সুযোগ রাখা।
১৯	প্রকৌশল ডিপ্লোমা ও অন্যান্য ডিপ্লোমা পর্যায়ের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানের ভৌত সুবিধাদির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোর্সগুলো দুই শিফটে চালু করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তবে নির্ধারিত পাঠদান সময় মানসম্মত পর্যায়ে বজায় রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ।
২০	বৃত্তিমূলক ও ডিপ্লোমা পর্যায়ের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানের সুবিধাদি ব্যবহার করে সান্ধ্যকালীন ও খন্ডকালীন শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে স্কুল পরিত্যাগকারী ও বয়স্কদের স্থানোপযোগী বিভিন্ন ধরণের বৃত্তিমূলক শিক্ষাদান করে তাদেরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার ব্যবস্থা গ্রহণ।
২১	যারা অষ্টম শ্রেণি বা মাধ্যমিক পর্যায়ের যে কোনো শ্রেণির পরবর্তী পর্যায়ে যে কোনো (আর্থিক, পারিপার্শ্বিক) কারণে পড়বে না তাদেরকে বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা এবং তারা যাতে তাদের নির্বাচিত কারিগরি শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তাস্বরূপ উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করণ। যুক্তিসঙ্গত স্বল্প সময়ের মধ্যে এরকম শিক্ষার্থীদের অধিকাংশকে বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রমে আনতে ব্যবস্থা গ্রহণ।
২২	বেসরকারি খাতে মানসম্পন্ন বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উৎসাহিত করা হবে এবং এমপিওভূক্তিতে অগ্রাধিকার প্রদান এবং যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জামসহ আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।
২৩	যে সকল দেশে আমাদের দেশের মানুষ কাজ করতে যায় সে সকল দেশের শ্রম বাজার বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়াদি কারিগরি শিক্ষার পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত করা হবে এবং ঐ সকল দেশের ভাষার নূন্যতম জ্ঞান লাভের সুযোগ সৃষ্টি করা।
২৪	দেশ-বিদেশের কর্মবাজারের চাহিদার আলোকে কারিগির ও বৃত্তিমূলক পর্যায়ের সকল কারিকুলাম নিয়মিতভাবে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করণ।
২৫	ভবিষ্যতে কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

ছক: ৩.৪.২ (কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার কৌশল)

মূল শিখনীয় বিষয়

পাঠ্যক্রম উন্নয়নে সাধারণ নীতিগুলির প্রয়োগ ও জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োগ

কারিগরি শিক্ষার ভিশন, মিশন ও উদ্দেশ্য

রূপকল্প (Vision)

সবার জন্য মানসম্মত কর্মমুখী, কারিগরি ও নৈতিক শিক্ষা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

কারিগরি, বৃত্তিমূলক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে প্রশিক্ষিত, দক্ষ ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন মানব সম্পদ সৃষ্টি।

কৌশলগত পরিকল্পনা

শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহ-

১. শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে;
২. শিক্ষায় আই.সি.টি. ব্যবহারের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে (২০১২-২০২১);
৩. মাদ্‌রাসা ও কারিগরিসহ সকল শিক্ষার্থীদের বছরের ১ম দিনে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হচ্ছে;
৪. ১৯৯০ সাল হতে সরকার শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে আসছে;
৫. সরকার দরিদ্র ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার চাহিদা মেটানোর জন্য উপবৃত্তি প্রদান করছে;
৬. সরকার শিক্ষা ব্যবস্থাপনাকে বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগ নিয়েছে;
৭. পাঠ্যপুস্তকের ক্রিপ্ট মূল্যায়নের জন্য একটি স্বতন্ত্র পাঠপুস্তক মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে;
৮. সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষে সরকারের প্রধান উদ্যোগসমূহ

১. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি/গভর্নিং বডি পূর্ণ: প্রতিষ্ঠা।
২. শ্রেণিকক্ষে পাঠদান মনিটরিং এর জন্য কমিটি গঠন;
৩. শিক্ষক প্রশিক্ষণ জোরদারকরণ;
৪. মাদ্‌রাসা এবং কারিগরিসহ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বছরের প্রথম দিনে বই বিতরণ;
৫. কারিগরি ও মাদ্‌রাসা শিক্ষার কারিকুলাম আধুনিকায়ন;
৬. মাদ্‌রাসাসহ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ২০০০০ কম্পিউটার বিতরণ;
৭. শিক্ষকদের সৃজনশীল পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান।

শিক্ষানীতির আলোকে কারিগরি শিক্ষা বিভাগের কার্যাবলি

১. কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়নে গবেষণা, প্রশিক্ষণ, নীতিমালা ও প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণসমূহ;
২. কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা সংক্রান্ত প্রশাসনিক নীতি প্রণয়ন ও সংস্কার এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিবন্ধন এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান;

৩. কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ের পাঠ্যক্রম প্রণয়ন ও উন্নয়ন;
৪. কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণ;
৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্রডব্যান্ড সংযোগ, মাল্টিমিডিয়া বই, শ্রেণীকক্ষে পাঠদানে আইসিটি ব্যবহার এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় আইসিটির বাস্তব প্রয়োগ;
৬. শিক্ষানীতির সুপারিশ বাস্তবায়ন।

শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে যে কৌশলগুলো নির্ধারণ করা হয়েছিল তা বাস্তবায়ন কতটুকু সম্ভব হয়েছে? নিচের ছকে আপনার মতামত তুলে ধরুন-

ক্রম নং	কৌশল	বাস্তবায়ন
০১	সিলেবাস পরিমার্জন	২০১৭ সালে এসএসসি (ভোকেশনাল) এর ৩৫টি কোর্সের সিলেবাস পরিমার্জন করা হয়।
০২	উচ্চ শিক্ষাগ্রহনের ব্যবস্থা করণ	স্তর ভিত্তিক উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রতিটি পর্যায়ে ভোকেশনাল শিক্ষার্থীদের জন্য অনুমোদন ও আসন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছেন।
০৩	জাতীয় দক্ষতা মান	যোগ্যতা ভিত্তিক জাতীয় দক্ষতা মান নির্ধারণ করা হয়েছে।
০৪	জাতীয় দক্ষতামান-৪ সনদধারীদের ক্রেডিট সমন্বয়	এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং জাতীয় দক্ষতামান-৪ এর সনদধারীরা ক্রেডিট সমন্বয়ের মাধ্যমে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে।
০৫	উপবৃত্তি	সকল স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য যোগ্যতা ভিত্তিক বৃত্তি ও উপবৃত্তির ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
০৬	তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করণ	
০৭	শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা	
০৮	মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন	
০৯	প্রতি উপজেলায় কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন	
১০	শিক্ষকের ঘাটতি পূরণ	
১১	কারিগরি শিক্ষার অগ্রাধিকার	
১২	কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ	
১৩	দ্বিতীয় শিফট চালু করণ	
১৪	শ্রম বাজারের আলোকে ট্রেডকোর্স	
১৫	চাহিদার ভিত্তিতে কারিকুলাম	

ছক: ৩.৪.৩ (কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার কৌশল বাস্তবায়ন)

সারসংক্ষেপ:

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়নে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বিধৃত সংশ্লিষ্ট নির্দেশনাসমূহ বিবেচনায় রাখা হয়েছে। জাতিসংঘ শিশু অধিকার কনভেনশন, যেখানে প্রত্যেক সদস্য দেশে সকল শিশু শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার তাগিদ রয়েছে, সেটিও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য মানবতার বিকাশ এবং জনমূখী উন্নয়ন ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল,

কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা। পাশাপাশি শিক্ষার মাধ্যমেই জাতিকে পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এই শিক্ষানীতি সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশে গণমূখী, সুলভ, সুষম, সর্বজনীন, সুপরিকল্পিত, বিজ্ঞান মনস্ক এবং মানসম্পন্ন শিক্ষাদানে সক্ষম। দক্ষ জনশক্তি জাতীয় উন্নয়নের একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ফলে বিশ্বব্যাপী উন্নয়নকৌশল ও পদ্ধতি দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। উন্নয়নশীল দেশগুলো আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত অসম ও প্রতিকূল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এই অসম-প্রতিযোগীতায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি ও শ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক এবং তথ্য প্রযুক্তিসহ প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে দ্রুত দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। দেশ ও বিদেশের চাহিদা বিবেচনায় রেখে সকল ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তিসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন সস্তরের মানব সম্পদ দক্ষ জনশক্তির দ্রুত সম্প্রসারণ। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি ও শ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ শিক্ষার মাধ্যমে দ্রুত দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা। দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির মধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রায় দেশের আয় বৃদ্ধি করা। দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরের সকল ধারায় প্রাক-বৃত্তিমূলক ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাক্রম চালু করা হবে। প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীকে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাক-বৃত্তিমূলক ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাসহ আট বছর মেয়াদি শিক্ষা অবশ্যই সমাপ্ত করতে হবে। কারিগরি শিক্ষার ভিশন সবার জন্য মানসম্মত কর্মমুখী, কারিগরি ও নৈতিক শিক্ষা ব্যবস্থা করা। আর মিশন হচ্ছে কারিগরি, বৃত্তিমূলক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে প্রশিক্ষিত, দক্ষ ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন মানব সম্পদ সৃষ্টি। শিক্ষা বিস্তরণে কৌশলগত পরিকল্পনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহ- শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে, শিক্ষায় আই.সি.টি. ব্যবহারের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে (২০১২-২০২১), মাদ্রাসা ও কারিগরিসহ সকল শিক্ষার্থীদের বছরের প্রথম দিনে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হচ্ছে, ১৯৯০ সাল হতে সরকার শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে আসছে, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষে সরকারের প্রধান উদ্যোগসমূহ- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি/গভর্নিং বডি পূর্ণ: প্রতিষ্ঠা, শ্রেণিকক্ষে পাঠদান মনিটরিং এর জন্য কমিটি গঠন ইত্যাদি। শিক্ষানীতির আলোকে কারিগরি শিক্ষা বিভাগের কার্যাবলি হচ্ছে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়নে গবেষণা, প্রশিক্ষণ, নীতিমালা ও প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণসমূহ। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা সংক্রান্ত প্রশাসনিক নীতি প্রণয়ন ও সংস্কার এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিবন্ধন এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।

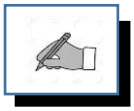

মূল্যায়ন:

১. ভোকেশনাল পর্যায়ের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো কী কী? ২. কারিগরি শিক্ষার ৫টি কৌশল উল্লেখ করুন? ৩. কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো উল্লেখ করুন। ৪. শিক্ষানীতির আলোকে কারিগরি শিক্ষা বিভাগের কার্যবলী উল্লেখ করুন। ৫. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার কৌশলগুলো কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে উল্লেখ করুন।	**উত্তর:** --- --- --- --- ---

পরবর্তী অধিবেশনের প্রস্তুতি:

আমরা "টেক্সটাইল শ্রেণিকক্ষ, সহায়ক সামগ্রী এবং যন্ত্রপাতি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার" নিয়ে আলোচনা করবো।

তথ্য সূত্র:

1. কারিগরি ওয়েব সাইটের: www.bteb.gov.bd; http://www.techedu.gov.bd/
2. শিক্ষানীতি ২০১০: http://www.ebookbou.edu.bd/Books/Text/OS/HSC/hsc_1862/Unit-10.pdf